যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ।।

Durga Puja 2020

KRISHTI

BENGALI CULTURAL SOCIETY OF EDMONTON

WWW.krishti.ca

Contents

Features

03 Message from the Prime Minister of Canada
04 Message from the Premier of Alberta
05 Message from the Mayor of Edmonton
06 Editorial
07 Jwaalaa..... *Samaresh Majumdar*
10 Paabo Ki Tomaay..... *Ashokendu Sengupta*
11 Bhooter Biye..... *Sanjib Chattopadhayay*
17 Bangaleer Mahakash Abhijaan ..... *Satyam RoyChowdhury*
21 Rahim Chaachaar Dera ..... *Bithi Chattopadhyay*
23 Maatraa Britye Duti Payaar .....*Farid Ahmad Dulal*
23 Shrodhyaspodesu Pabitra Sarkar ..... *Kalikrishna Guha*
25 Maya..... *Shuvankar Nutan*
25 Aleek Bivajan.....*Sudipta Chatterjee*
27 Nisongotar Progaro Premik ..... *Piyas Majid*
27 Sab Jhut Hai ..... *Pranati Thakur*
29 Kishori Binur Golpo ..... *Deepika Ghosh*
33 Teener Talowaar ..... *Prashanta Bhattacharya*
33 Parichay ..... *Chaitali Bramha*
33 Mridanga..... *Anindita Basu Sanyal*
35 Stormy Behaviour ..... *Saswata Ghosh*
37 Heritage..... *Shreya Ghosh*
39 **List of Members**

DISCLAIMER:

Every precaution has been taken to prevent errors or omissions and, therefore, no liability will be assumed by "*Krishti-Bengali Cultural Society of Edmonton*" for damages caused to anybody by such errors or omissions in the preparation and printing of this Durga Puja 2020 magazine. Also, *Krishti* is not responsible for inaccuracy of any information and will not take part in any controversy arising as a result of the articles, advertisements or any other items published in Durga Puja 2020 Souvenir Magazine. The user may verify the validity from the original source of the information.

PRIME MINISTER · PREMIER MINISTRE

October 23, 2020

Dear Friends:

I am pleased to extend my warmest greetings to everyone celebrating the Durga Puja festival.

Also known as the Dusherra Festival, Durga Puja is a celebration of the victory of good over evil. This festival, which embodies our shared values of respect, inclusion and pluralism, also reminds us that diversity is our greatest strength.

I would like to thank the members of the Krishti Bengali Society of Edmonton for their dedication to fostering fellowship in the community. You can take pride in your contributions to the vibrant multicultural fabric of our nation.

Please accept my best wishes for a joyous celebration.

Sincerely,

The Rt. Hon. Justin P. J. Trudeau, P.C., M.P.
Prime Minister of Canada

MESSAGE FROM THE PREMIER OF ALBERTA

On behalf of the Government of Alberta, it is my pleasure to send greetings to the Krishti Bengali Cultural Society of Edmonton as you celebrate Durga Puja.

This important festival is a much-anticipated event for the Bengali community, here in our province and around the world. While COVID-19 has dictated that we all learn to do things a bit differently, I know the joy and blessing these cherished traditions bring are more important than ever. I hope everyone enjoys this opportunity to worship and commemorate the victory of good over evil.

I appreciate the Krishti Bengali Cultural Society's commitment to strengthening community and fostering Bengali culture and heritage. Thank you for being part of Alberta's story.

Warm wishes for a happy Durga Puja that brings good health, happiness and prosperity to each of you.

Hon Jason Kenney, Premier of Alberta

Message from His Worship Mayor Don Iveson

On behalf of City Council and the people of Edmonton, welcome to the celebration of Durga Puja.

While people around the world continue to grapple with the COVID-19 pandemic, it's more important than ever that we take the time to celebrate where we can, while staying safe and healthy. I encourage Edmontonians to continue to safely rejoice in the harvest and the victory of the Goddess Durga. The diversity of religions, faiths and beliefs of our citizens is an important part of what makes our city vibrant and welcoming.

I thank the Krishti Bengali Cultural Society of Edmonton for its commitment to promoting Durga Puja. Your efforts help Edmontonians to grow in their faith and help to build a more vibrant and inclusive city for all of us.

Yours truly,

Don Iveson
Mayor

KRISHTI
Bengali Cultural Society of Edmonton
Corporate Access No. 5020433156

15848 -13 Ave SW
Edmonton, AB T6W 2N5
www.krishti.ca
e-mail: info@krishti.ca
phone : 780-964-9146

'Krishti - Bengali Cultural Society of Edmonton' is not just Edmonton based Canadian branded Bengali Community, it is now a household name among overseas Bengali Communities worldwide. Dedicated, hardworking, open minded and loyal volunteers, old and young, have made it possible. You all have proved once again "*Together we win*".

As we celebrate '**2020 Shuvo Sharodiya'** in the middle of an unusual pandemic, our usual fervor and gusto for our "Durga Puja" is totally alive. We may not be standing shoulder to shoulder in the community hall this year, but as long as the drum beats, as long as the conch blows, as long as the bell tolls, and as long as the catkins undulate in tandem with the genteel wind, no power on the earth can keep '**Krishti**' away from celebrating the biggest festival of our Bengali Community. In the words of the poet – *"whether flowers bloom or not, it's spring today".* So "No Matter What! Today is our "**Durga Puja**".

Our prayer to the mighty Goddess **Durga Ma** is to be with us during this world health crisis that the human race has been facing. This year we did not seek any support from the local businesses realizing the COVID-19 has taken a tremendous economic toll. However, we wish with the blessing of mighty Goddess **Durga**, the local businesses as well as the global economy will recover from their financial challenges quickly once the pandemic is over. Our sincere thanks go to overseas and local writers, photographers and specially to children whose articles, paintings have enriched this year's magazine.

Special thanks to *Debaprasad Hazra* for cover page painting and *Hong Liang* for compiling the magazine. We invite one and all of our Bengali friends to come forward and connect through the virtual magazine.

"May **Ma Durga** give us the courage to fight all evils including COVID-19". Stay safe and healthy with social distancing, and all precautionary guidelines proposed by the government.

Shuvo Durga Puja and Shuvo Bijoya.

Sincerely,

2020 'Durga-Puja' Magazine Committee
'Krishti'…*where culture begins*
October 24, 2020

Current Executive Committee Members

President: Sreepati Dey ∞ **Vice President:** Ranjan Chowdhury ∞ **General Secretary:** Samrat Dutta ∞ **Treasurer:** Anjan Sen
Cultural Secretary: Santa Saha ∞ **Sports Secretary:** Ashis Sarker ∞ **Youth Secretary:** Meghna Upadhyay
Ex-Officio: Ananda Saha

জ্বালা

সমরেশ মজুমদার

কাজের মেয়ে সবিতা সাতসকালে শোয়ার ঘরে ঢুকে হতভম্ব। যা দেখছে তা নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না সে। জানলার পাশে রাখা ন্যাড়া টেবিলের ওপর বসে আছেন গিন্নিমা। প্রায় পদ্মাসনে। হাসি হাসি মুখ। মাথার ঘোমটা টানা রয়েছে কপাল পর্যন্ত। জানলার ওপাশে কাঁঠালগাছের ডালে চুপটি করে বসে গিন্নিমাকে দেখছে মিশমিশে কালো একটা দাঁড়কাক। সবিতা গিন্নিমাকে কথা বলতে শুনল, 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে! আচ্ছা, বল তো, অমর হয়ে থেকে লাভ কী হবে? মরে যাওয়ার পর রাস্তার পাশে মূর্তি বসালে তোরা তো তার মাথায় বাজ্রি করিস, অমর হতে চাইলে কত কী যে হবে কে জানে! ঝ্যাঁটা মার অমরত্বের মাথায়। তার চেয়ে হরির নাম নিই। বল হরিবোল।' কথাগুলো বলেই ফিক হেসে ফেললেন গিন্নিমা। বললেন, 'তুই সত্যি বলছিস?'

সবিতা দেখল মিশমিশে কালো দাঁড়কাকটা মাথা নেড়ে যেন হ্যাঁ বলল। শব্দহীন সেই সংলাপ গিন্নিমা যেন কান পেতে শুনলেন। তারপর দ্রুত মাথা থেকে ঘোমটা সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওমা, এতক্ষণ বলোনি কেন? ইস্। পরপুরুষ ভেবে মাথায় ঘোমটা দিয়ে বসেছিলাম এই গরমে। ছি ছি ছি!'

গিন্নিমা মাথা থেকে আঁচল নামিয়ে একটু শরীরে দোলাতেই দাঁড়কাক নিঃশব্দে উড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেলেন গিন্নিমা তাঁর শরীর নড়ছে না। পিছন থেকে পাথরের মূর্তি বলে মনে হচ্ছে।

এখন যা দেখল তা সবিতা বিশ্বাস করতে পারছিল না। গিন্নিমা কি কাকটার সঙ্গে খেলা করছিলেন? অনেকেই বাড়ির পোষা বেড়াল-পাখির সঙ্গে আদরের খেলা করে। রোজ যে পাখি জানলার সামনে আসে, সেটা কাক হলেও সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। তাকে মুখে মুখে আদর করা যেতেই পারে। ওই কাকটাকে কি গিন্নিমা আদর করছিলেন? কিন্তু হঠাৎ আচরণ বদলে গেল। মাথার ঘোমটা এমন ভঙ্গিতে সরালেন যে মনে হল অতি ঘনিষ্ঠ কাউকে দেখছেন।

কিন্তু একটা দাঁড়কাক ওঁর ঘনিষ্ঠ হয় কী করে? দরজায় দাঁড়িয়ে সবিতা ডাকল, 'গিন্নিমা!'

গিন্নিমা সাড়া দিলেন না। তাঁর শরীর একটুও নড়ল না। পা টিপে টিপে সবিতা জানলার পাশের ন্যাড়া টেবিলের কাছে এসে একটু ঝুঁকে উঁকি মারল। নেড়েই চমকে সোজা হল। গিন্নিমার চোখ খোলা, স্থির। কিন্তু সেই চোখ কিছু দেখছে বলে মনে হল না। একটু আগে যে মানুষ কাকের সঙ্গে কথা বলছিল সে এমন পাথর হয়ে যায় কী করে? পা টিপে টিপে সবিতা আবার দরজার কাছে এসে চিৎকার করল, 'গিন্নিমা ও গিন্নিমা! ন্যাড়া টেবিলে উঠে বসেছেন কেন? পড়ে গেলে এই বয়সে হাত-পা ভাঙবে যে!'

ভেতরের ঘর থেকে এই বাড়ির বউদির গলা ভেসে এল, 'এই সবিতা ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছিস কেন? কানের পোকা বের করে দিলি যে!'

'দ্যাখো বউদি, তোমার শাশুড়ির কাণ্ড। এদিকে এসো!' সবিতা ডাকল।

এই বাড়ির বউদি শর্মিলা বেশ সুন্দরী। তাই তার ভাবভঙ্গি একটু আলাদা। সে কাছে এলে সবিতা আঙুল তুলে গিন্নিমাকে দেখিয়ে দিল।

শর্মিলা জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে ওঁর?'

'তুমি জিজ্ঞাসা করো। আমাকে তো উত্তর দিচ্ছেন না।' সবিতা বলল।

এক পা এগিয়ে শর্মিলা গলা তুলল, 'মা, আপনার কি কিছু হয়েছে?'

গিন্নিমা কোনও জবাব দিলেন না। পাথরের মূর্তির মতো বসে রইলেন।

শর্মিলা কাছে গিয়ে তাঁর কাঁধে হাত রাখল। গিন্নিমার শরীর শক্ত হয়ে রয়েছে। শর্মিলা ঝাঁকুনি দিল, 'আপনার কী হয়েছে?'

'কে?' ঠোঁট নড়ল, শব্দ বের হল গিন্নিমার শরীর থেকে।

'আমি, শর্মিলা, আপনি এমন করছেন কেন?'

সাড়া না পেয়ে শর্মিলা সবিতাকে বলল, 'তাড়াতাড়ি যা, দাদাকে ডেকে আন।'

সবিতা ছুটল। খানিক বাদে অজয় প্রায় দৌড়ে চলে এল, 'কী হয়েছে মায়ের?'

'জ্ঞান নেই কিন্তু বসে আছেন। পাল্‌স দেখলাম, চলছে।' শর্মিলা বলল।

'সে কি!' অজয় তার মায়ের সামনে এসে ভালো করে দেখে নিচু গলায় ডাকল, 'মা, ওমা কী হয়েছে তোমার?'

গিন্নিমা যেমন ছিলেন তেমনই রইলেন।

'মাকে শুইয়ে দাও। তাড়াতাড়ি।'

স্বামী-স্ত্রী মিলে ধরাধরি করে গিন্নিমাকে শুইয়ে দুটো পা সোজা করে দিল। অজয় বলল, 'কী করা যায় বলো তো।'

'আমার ভালো মনে হচ্ছে না। তুমি ডাক্তারকে খবর দাও।' শর্মিলা বলল।

অজয় মোবাইলের বোতাম টিপল। ওপাশে কোনও শব্দ বাজছে না। দ্বিতীয়বার ব্যর্থ হবার পর সে স্ত্রীকে বলল, 'ফোন বন্ধ।'

'আশ্চর্য! কলকাতার সব ডাক্তারের ফোন কি বন্ধ হয়ে গেছে? আর কারও নাম্বার না জানা থাকলে পাশের বাড়ির ডাক্তারকে ডেকে আনো।'

স্ত্রীর আদেশ শুনে দ্রুত বেরিয়ে গেল অজয়। তার বলতে ইচ্ছে করছিল পাশের বাড়ির ডাক্তার খুব খারাপ লোক। শর্মিলাকে দেখতে পেলে চোখ সরায় না।

শর্মিলা খুব নরম গলায় ডাকল, 'মা!'

গিন্নিমা সাড়া দিলেন না। সেই বিস্ফারিত চোখ, ঠোঁটে রহস্যময় হাসি, বসে আছেন তো আছেনই।

'মা, আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?' শর্মিলা জিজ্ঞাসা করল।

এতক্ষণে শাশুড়ির শরীর ঈষৎ কেঁপে উঠল। খুব নিচু স্বরে বললেন, 'আমাকে তুলে ধরো।'

বসে থাকা মানুষকে কীভাবে তুলে ধরা যায় বুঝতে না পেরে শর্মিলা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে? উঠতে পারছেন না?'

উত্তর না দিয়ে গিন্নিমা শরীর কাঁপিয়ে নিঃশব্দে হাসলেন। তারপর বললেন, 'গানটা গাও তো। আমার এ দেহখানি তুলে ধর—!'

হেসে ফেলল শর্মিলা, 'একটু অপেক্ষা করুন। ডাক্তার আসছে।'

আবার হাসলেন গিন্নিমা, 'ও মা! তাই?'

শর্মিলা মনে মনে বলল, 'নেকি।'

খুব তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে এল অজয়, 'আসুন, এই ঘরে—।'

ডাক্তারকে দেকে শর্মিলা একটা চেয়ার এগিয়ে দিল। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে? খুব কষ্ট হচ্ছে?'

গিন্নিমা হাসিমুখে ডাক্তারকে দেখে আবার মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

অজয় বলল, 'এইরকম করছেন, কথা বলছেন না।'

ডাক্তার বললেন, 'হুঁ!' তারপর ব্যাগ খুলতে খুলতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি ভালো আছেন তো?'

শর্মিলা গম্ভীর হল, 'আমি ভালো আছি, মা অসুস্থ।'

'জানি, জানি, উনি বলেছেন।' হাত বাড়িয়ে গিন্নিমায়ের কব্জি ধরলেন ডাক্তার, 'বলুন কী হয়েছে? শরীর খারাপ লাগছে?'

গিন্নিমার ঠোঁটের হাসি মেলাল না। নাড়ী দেখে ডাক্তার বললেন, 'হুম্। এখন বলুন, কম্প্লেনটা কী?'

অজয় বলল, 'আপনাকে তো তখন বললাম।'

ডাক্তার বিরক্ত হলেন, 'আপনি একজন ছেলের চোখ দিয়ে বলেছেন। তাতে তো পুরোটা জানা যায় না। ম্যাডাম, আপনি বলুন।'

'এখন মাকে যেরকম অ্যাবনর্মাল দেখাচ্ছে তা তো কখনও হয় না, তাই আপনাকে খবর দেওয়া হয়েছে। মায়ের ঠিক কী হয়েছে তা আমি জানি না।'

'গুড। আপনি যেভাবে বর্ণনা করলেন তা যদি সবাই পারত তাহলে ডাক্তাররা ভুল পথে যেত না। কিন্তু এরকম হাসিমুখে কথা না বলে উনি কতক্ষণ বসে আছেন?' ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন।

দূরে দাঁড়িয়ে থাকা কাজের মেয়ে সবিতা বলে উঠল, 'সকাল থেকেই।'

'ও। এক কাজ করুন। ওঁকে দু'জনে মিলে ধরে শুইয়ে দিন।'

ডাক্তারের পরামর্শমতো শর্মিলা আর সবিতা একটু জোর করেই গিন্নিমাকে শুইয়ে দিল। বালিশে মাথা রেখে ঈষৎ ফুঁপিয়ে উঠলেন গিন্নিমা।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কি কষ্ট হচ্ছে?'

মাথা নাড়লেন গিন্নিমা, 'না তো।'

'তাহলে কাঁদলেন কেন?' ডাক্তারের প্রশ্ন ।

'আনন্দে। কতদিন পরে তাঁকে দেখলাম। কথা বলিও না। ও বিরক্ত হচ্ছে।' গিন্নিমা হাত বাড়িয়ে কাউকে যেন স্পর্শ করলেন।

'আপনি কার কথা বলছেন? ওখানে তো কেউ নেই?'

'আঃ। ও বউমা, এটা কে? ওকে তাড়াও তো। বিরক্ত করে মারছে। বলে কিনা কেউ নেই। চোখ থাকলে তো দেখবে! মন থাকলে তো বুঝবে তিনি আছেন সবখানে। ওরকম অন্ধ লোক তাঁকে দেখবে কী করে।' গিন্নিমার চোখ বুজে এল। ডাক্তার তাড়াতাড়ি তাঁর কব্জি ধরলেন। বললেন, পালস্ তো ঠিক আছে। খামোখা আমাকে ডেকে আনলেন।'

ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন। অজয় জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাকে কত দিতে হবে?'

'দূর! পাশের বাড়িতে থাকি, টাকা নেব কেন? আচ্ছা, আপনার বাবা কবে গত হয়েছেন?'

'দশ বছর।'

'বাব্বা! এখনও মনে রেখেছেন! আজকাল এরকম টান দেখা যায় না। ওঁর নাম কী ছিল?'

'সমরেন্দ্র।' অজয় জবাব দিল।

ডাক্তার গিন্নিমার দিকে ঝুঁকল, 'ঘুমিয়ে পড়ুন আমি কোনও ওষুধ দিলাম না। সমরেন্দ্রবাবুর কথা বেশি ভাববেন না।'

চলে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালেন ডাক্তার। গিন্নিমার গলা কানে এসেছিল, 'বয়ে গেছে ভাবতে। আমি মরছি নিজের জ্বালায়! যত্তোসব!

ডাক্তার দ্রুত পা চালাল।

আড়চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় শর্মিলা বলল, 'ঠিক বলেছেন মা, সব মেয়েই নিজের জ্বালায় জ্বলেপুড়ে মরে!'

পাবো কি তোমায় / অশোকেন্দু সেনগুপ্ত

গন্ধে, অনুভবে, একই ছন্দে
পাব তো তোমাকে

শরীরে শরীর ডুবিয়ে পেয়েছি তোমাকে
তবু তো মেটে না স্বাদ, প্রশ্ন জেগে ওঠে
পাব কী তোমাকে গন্ধে, অনুভবে, স্বাদে, বর্ণে
কালো কালো ঢেউগুলো এলে আলো এলে
অন্য কোনও বাতিঘর থেকে
পাব তো তোমাকে অন্ধকারে,
যুদ্ধ ও বিরতিতে
একই ছন্দে, একই স্বাদুগন্ধে ও বর্ণে?

ভূতের বিয়ে

সন্জীব চট্টোপাধ্যায়

অনেকদিন আগেকার কথা।

তখন বাংলাদেশে এখনকার মত ঘরে ঘরে লাইট হয়নি। গ্রাম অঞ্চলে যাতায়াতের পথও জ ছিল না।

রাধাকৃষণপুর একটা গ্রাম।

বাংলাদেশের আর পাঁচটা গ্রামের মতই জঙ্গল, নদী, খাল, বিল ছিল এখানে।

কিন্তু গ্রামে সড়ক ভালো নয়।

একটা ছোট নদী পেরিয়ে গ্রামে আসতে হয়। আর বর্ষাকালে পথ-ঘাট সবই জলে ভেসে যায়।

এই গ্রামেই বাস করতেন এক ব্রাহ্মণ—নাম তাঁর অনুপম চাটুজ্যে।

চাটুজ্যেরা বর্ধিষ্ণু পরিবার। তা ছাড়া অনেক দিন তাঁদের এই গ্রামেই বাস। সকলেই তাই সম্মান করে তাঁদের। তাঁদের বেশ কয়েক বিঘে জমি আছে। তা ছাড়া আছে গোরু, বলদ, ভিটে, ধানের গোলা ও পুকুর। এক কথায় অভাব কাকে বলে তাঁরা তা জানেন না।

বর্তমানে এই চাটুজ্যে বংশের প্রধান হলেন গদাধর চাটুজ্যে।

তিনিই শেষ বংশধর। অন্য শরিকরা কেউ মারা গেছে, কেউ বা গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে গেছে।

গদাধরের মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে কলকাতা শহরের এক ধনী ব্যবসায়ীর ছেলের সঙ্গে।

মেয়েটি খুব সুন্দরী। তা ছাড়া বর্ধিষ্ণু পরিবার। তাই তার ছেলের বিয়ে ঠিক করেছেন এখানেই।

জ্যৈষ্ঠ মাসে বিয়ে।

তখনও বর্ষা নামেনি। তা ছাড়া গ্রামের পরিবেশের সঙ্গে শহরের লোক পরিচিত নয়! তাই এই মাসেই বিয়ে ঠিক হয়েছে।

পাত্রপক্ষ থেকে ঠিক হয়েছে বাইশে জ্যৈষ্ঠ বিয়ে হবে।

পাত্র নিজে এসে মেয়ে দেখে গেছে। তার খুব পছন্দ হয়েছে পাত্রীকে।

মেয়ের বাবা গদাধর নিজে পাত্রকে আশীর্বাদ করেছেন। পাত্র বলেছে—বিয়ের দিন ঠিক তারা এসে যাবে—যত জল-ঝড় হোক—ঠিক আসবেই।

রাত দশটায় লগ্ন।

তিন-চারদিন আগে থেকেই গদাধর সব ব্যবস্থা করে রেখেছে।

কলকাতার পাত্র—কখন কী গোলমাল হয় বলতে পারা যায় না। তাই সব দিক থেকে আয়োজন করা শুরু হয়েছিল বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই।

কিন্তু বিয়ের তিন-চার দিন আগে ব্যবস্থা করলেও ঠিক আগের দিন থেকে শুরু হয়ে গেল তুমুল ঝড়-জল।

গদাধর চিন্তায় পড়লেন।

নদীর ঘাটে নৌকা ছিল না। তবু মাঝিকে বলে-কয়ে কিছু টাকা আগাম দিয়ে নৌকা তৈরী করে রেখেছে গদাধর।

নির্দিষ্ট দিন এসে গেল।

তখনও তুমুলভাবে ঝড়-জল চলছে।

গদাধর চিন্তায় পড়ে গেল।

রাত নটা বেজে গেল। তবু পাত্রপক্ষের দেখা নেই। গ্রামের নিমন্ত্রিত অতিথিরাও খুব বেশি সংখ্যায় আসেনি। বড়জোর দশ-বারোজন। ঝড়ের ভয়ে কেউ বের হয়নি ঘর ছেড়ে।

দশটায় লগ্ন।

ন'টা বেজে গেলে গদাধর চিন্তায় পড়ে গেল। এখনো পাত্র এলো না—শেষে কী যে হবে তা একমাত্র ভগবান জানেন।

গদাধর ভগবানকে ডাকতে লাগলেন।

তাঁরা কুলীন ব্রাহ্মণ। বিয়ে লগ্ন পার হয়ে গেল তো বিয়ে হবে না মেয়ের।

তখন কী হবে?

মেয়ে কি লগ্নভ্রষ্টা হবে?

গদাধর বড় চিন্তায় পড়ে গেল। সে লোক পাঠাল নদীর ঘাটে।

নদীর ঘাটে এক কোমর জলে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে সব। সকলেই অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছে কখন পাত্রপক্ষ আসে।

কিন্তু পাত্রপক্ষের আসার নাম নেই। সময় বয়ে চলেছে। হঠাৎ গদাধরের লোকেরা দেখতে পেলো একটি লোক নৌকায় চড়ে নদী পার হয়ে আসছে!

তারা আশান্বিত হলো।

তা হলে নিশ্চয় পাত্রপক্ষ থেকে কেউ আসছে এপারে।

নদী পার হয়ে এপারে এলো লোকটা! মাঝি নৌকা ভিড়াল।

সকলে আনন্দে কলরব করে উঠল।

বর স্বয়ং এসেছে। পরনে সুন্দর পোশাক—গরদের পাঞ্জাবি, ধুতি-চাদর, হাতে তিন চারটে সোনার ঝকঝকে আংটি।

গদাধরের লোকজন ছুটে গেল।

—আপনি?

—হ্যাঁ। গদাধর চাটুজ্যের বাড়িতে যাব।

—আসুন, আসুন!

সকলে আনন্দে কলরব করে উঠল—পাত্রপক্ষ এসে গেছে।

তারা বললে—চলুন।

লোকটি বললে—আমিই বর। ঝড়-জলে লোকজন কেউ আসতে পারেনি। তারা পরে আসবে। আমি আগেই জলে ভিজে এসে গেছি।

তারা দেখল, সত্যিই লোকটির আপাদমস্তক যেন জলে ভিজে সপসপ করছে।

সঙ্গে সঙ্গে পালকি এসে গেল।

বরকে পালকিতে তুলে সকলে এসে গেল গদাধর চাটুজ্যের বাড়ি।

সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। বাড়ির লোকেরা সব একসঙ্গে উলুধ্বনি করে উঠল—বর এসে গেছে।

বরের কাপড়-জামা ছাড়ানো হলো। গরদের চেলী পরে বর চলল বিয়ে করতে।

শুভদৃষ্টি হলো।

কিন্তু কন্যা অবাক! দৃষ্টি যেন স্বাভাবিক নয়। চোখ দুটো যেন মড়ার চোখের মতো। কিন্তু আগে তো সে এমন ছিল না।

কন্যা ভাবল—নিশ্চয়ই জলে ভিজে বরের এই অবস্থা হয়েছে।

যা হোক, উলুধ্বনি হলো, শাঁখ বাজল।

উলুধ্বনির মাঝে শুভদৃষ্টি হলো, সাত পাকও হয়ে গেল।

বর বসল পিঁড়িতে।

কন্যা সম্প্রদান হলো।

কিন্তু কন্যা আরও অবাক!

বরের হাতটা যেন কনকনে ঠাণ্ডা। ঠিক যেন বরফের মতো ঠাণ্ডা তার হাত!

কন্যা ভাবল, এটাও বোধহয় জলে ভিজে হয়েছে!

সম্প্রদান হয়ে গেল।

বর-কন্যা বাসরঘরে উঠল।

বাসরঘরে তারা ঘুমোল। গদাধর বরকে শুধু একবার প্রশ্ন করল—ওরা কোথায়?

বর বললে—ওরা জলে আটকে পড়েছে, বোধহয় সকালে আসবে।

বরকনে বাসরঘরে শুয়ে পড়ল।

পরদিন ভোরে গদাধরের ঘুম ভাঙল।

এত সকালে ঘুম ভাঙত না। আগেরদিন এত খাটা-খাটুনি গেছে যে, শরীর ওঠে না। তবু উঠে বসতে হলো।

ডাকপিয়ন এসেছে পোস্টঅফিস থেকে। সে কড়া নাড়ছে—

খট্ খট্ খট্—

চাকর দরজা খুলে দিল।

—কি ব্যাপার?

—টেলিগ্রাম এসেছে।

—কোত্থেকে?

—কলকাতা থেকে।

—কবে

—কাল সন্ধ্যায়।

—তা হলে আজ তা কেন এলো আমাদের কাছে? কি ব্যাপার?

—কাল যা ঝড়-জল। টেলিগ্রাম বিলি করার উপায় ছিল না।

—দাও দেখি।

গদাধর টেলিগ্রাম নিয়ে খুলল। কিন্তু সে ইংরেজী পড়তে পারে না।

পাড়ার একজন লোককে ডাকা হলো। সে পড়ল টেলিগ্রামটা।

তাতে লেখা—

বিশেষ দুঃখের সঙ্গে জানানো হচ্ছে যে, এই বিয়ের বর আজ সকালে মারা গেছে কলেরা হয়ে। তাই আমরা এ বিয়েতে অগ্রসর হতে পারলাম না বলে ক্ষমা করবেন।

নিচে বরের বাবার নাম সই করা।

পড়ে তো গদাধর অবাক!

বরকনে যে এখনো শুয়ে আছে বাসরঘরে। আর এই যে বর তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

গদাধর এলেন মেয়ের ঘরে।

দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল।

মেয়ে শুয়েছিল বেনারসী শাড়ী পরে। মাথায় জ্বলজ্বল করছে সিঁদুর।

গদাধর ডাকলে—মা!

—কি বাবা?

—জামাই কোথায়?

—সে তো ভোরে উঠে গেল। বললে—একটু ঘুরে আসি।

—সে আর ঘুরে আসেনি!

—না।

—কতক্ষণ গেছে?

—প্রায় আধঘণ্টার বেশি হলো।

গদাধরের মাথায় হাত। বললে—বর বলেছিল যে জল-ঝড় যাই হোক, সে আসবেই, তাই সে এসেছিল।

—কি ব্যাপার?

—বর আসেনি। এসেছিল তার আত্মা।

—তার মানে?

—মানে বর কাল সকালেই মারা গেছে।

—মারা গেছে?

—হ্যাঁ।

কোনও উত্তর দিতে পারল না মেয়ে। তার দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

শেষ পর্যন্ত ভূতের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে, এ দুঃখ সে সহ্য করবে কেমন করে!

এ গ্রামের লোকেরা কোনদিন গদাধরের কন্যার এই অদ্ভুত বিবাহের কথা ভুলতে পারেনি।

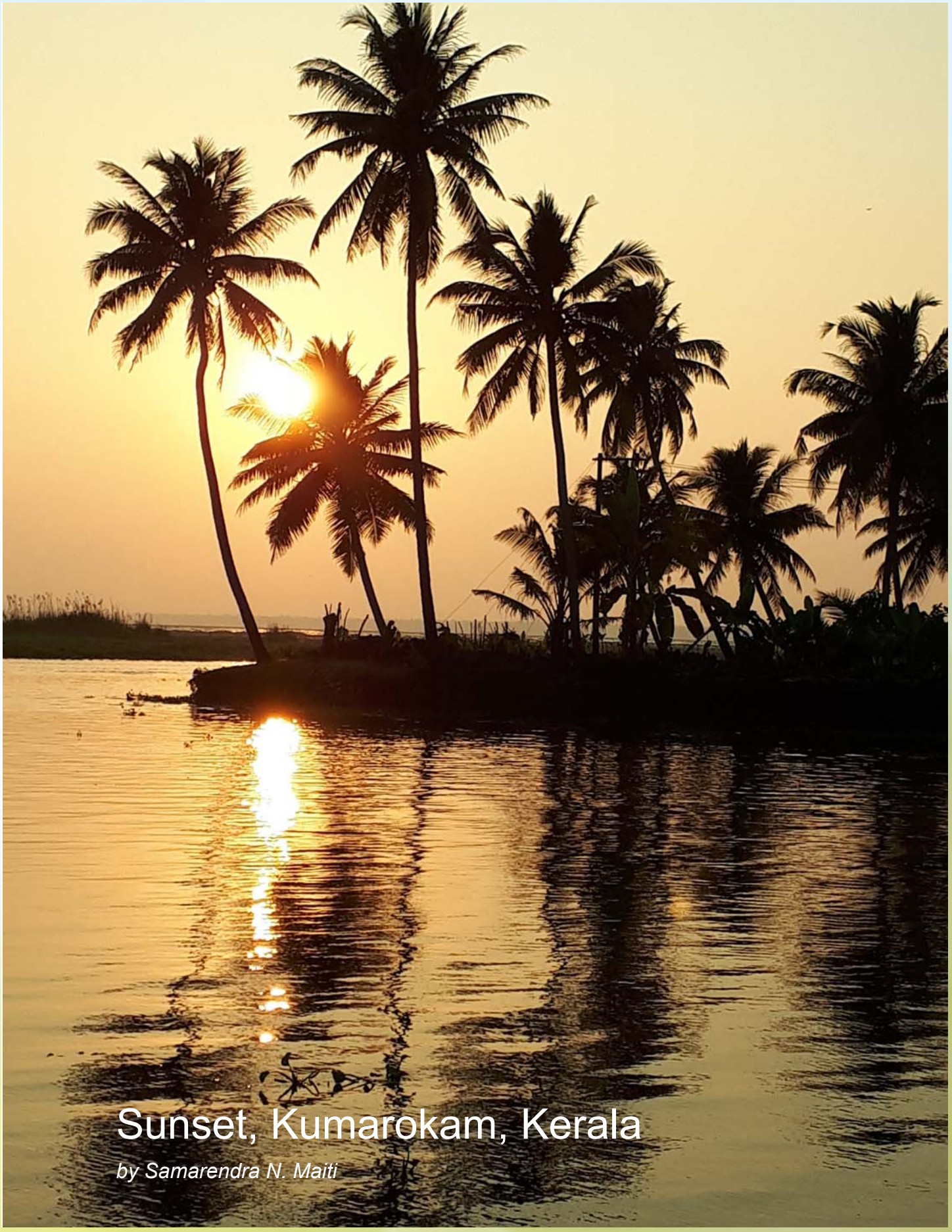

Sunset, Kumarokam, Kerala

by Samarendra N. Maiti

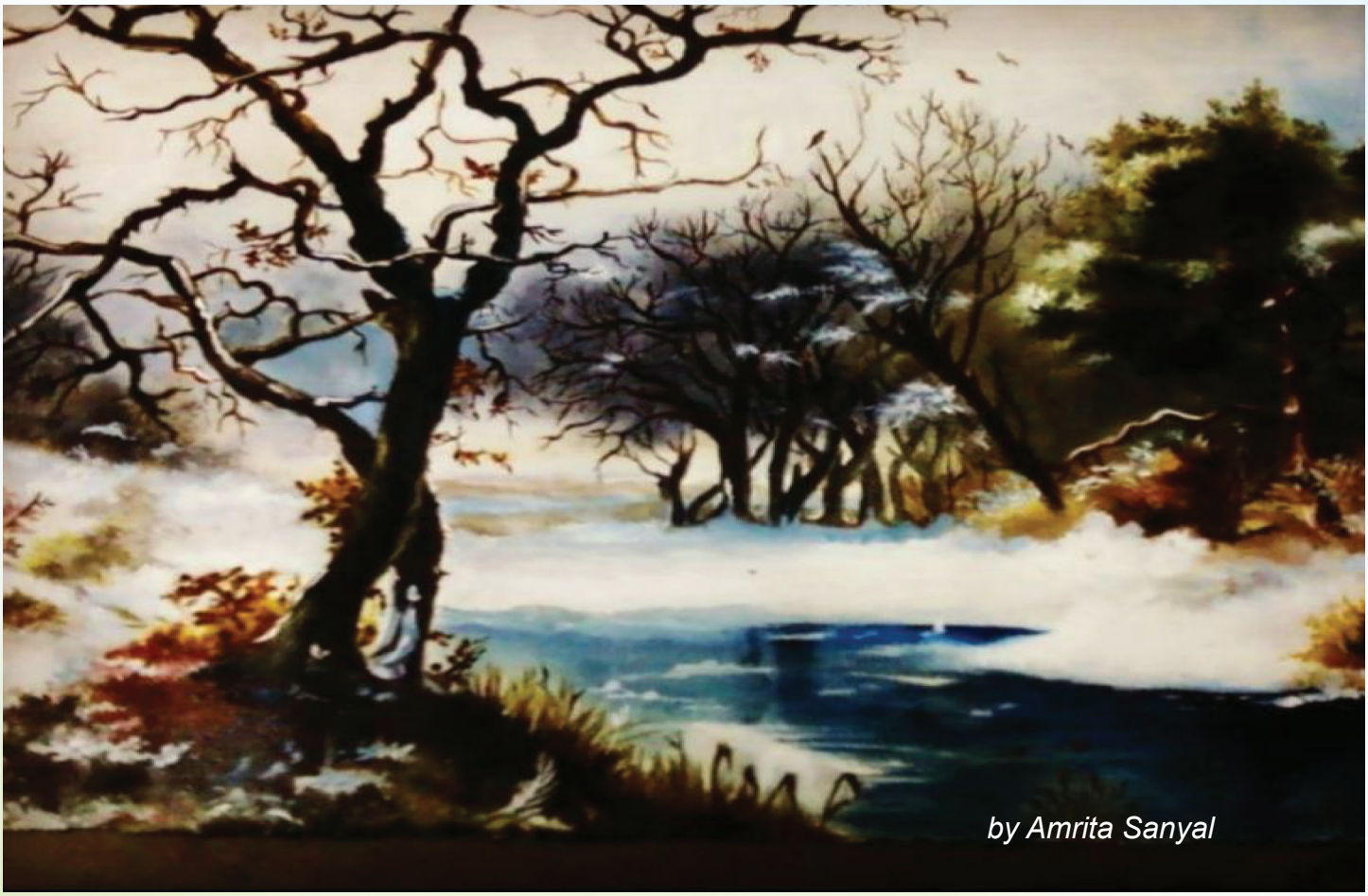

by Amrita Sanyal

by Camelia Bhattacharya

বাঙালির মহাকাশ অভিযান / সত্যম রায়চৌধুরী

কল্পবিজ্ঞানের গল্প অনেক পড়েছি। সত্যজিৎ রায়ের প্রফেসর শঙ্কু তো একসময় মুখস্থ ছিল। স্পিলবার্গের ই টি এখনও চান্স পেলেই দেখি। কিন্তু তাবলে নিজেই সেই সাই ফাই দুনিয়ার একেবারে ভেতরে ঢুকে পড়তে পারব, ভাবতে পারিনি। গত একবছর ধরেই অবশ্য ভাবছিলাম অামেরিকার হিউস্টনে অায়োজিত বঙ্গসম্মেলনে যদি যাওয়াই হয় শেষ পর্যন্ত তাহলে অার কোথাও বেড়াই না বেড়াই নাসা দেখতে যাবই। অমেরিকার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ' ন্যাশানাল অ্যারোনটিকাল অ্যান্ড স্পেস এজেন্সি'। হিউস্টনে রয়েছে এর কন্ট্রোল ইউনিট 'জনসন স্পেস সেন্টার'। প্রয়াত মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিনডন বি জনসনের নামে। উনি টেক্সাসের মানুষ ছিলেন অার অামেরিকার হিউস্টন শহরটা টেক্সাস রাজ্যে। মহাকাশে মানুষ পাঠানোর যাবতীয় অামেরিকা এখান থেকেই করে। অামজনতার কাছে এখনও পর্যন্ত যে সবচেয়ে রোমহর্ষক যে মহাকাশ অভিযান নীল অামস্ট্রঙের চাঁদে পা রাখা, সেই ঐতিহাসিক অভিযানেরও পরিকল্পনা থেকে সাফল্য পর্যন্ত শেষ ধাপ ওই জনসন সেন্টারেরই। ১৯৬৯ সালের ২০ শে জুলাই গোটা বিশ্বের চোখ ছিল এই হিউস্টনের ওপর। তখন কতইবা বয়স বড়োদের! বড়োদের মুখে শুনে শুনে বিরাট উত্তেজনা জেগেছিল মানুষ চাঁদে পা রেখেছে বলে কথা! জনসন স্পেস সেন্টারের নাম তখন ছিল ম্যানড স্পেস ক্রাফড সেন্টার।

বড় হয়ে জেনেছি, যে মুহূর্তে রেডিওতে শোনা গিয়েছিল যে অার্মস্ট্রং চাঁদের মাটিতে পা রেখেছেন, তুমুল উল্লাসে ফেটে পড়েছিল সবাই। চাঁদের মাটিতে পা বলাটা অবশ্য ভুল, কারণ মাধ্যাকর্ষণ না থাকায় চাঁদের মাটিতে অাক্ষরিক অর্থে পা রাখা সম্ভব নয়। বরং বলা ভাল অার্মস্ট্রং মুনওয়াক করতে করতে বলেছিলেন, ' হিউস্টন দ্য ইগল হ্যাজ ল্যান্ডেড। ' সেই ঐতিহাসিক স্পেস সেন্টারে পা রেখে রোমাঞ্চিত হব সেটাই স্বাভাবিক। এরমধ্যে এক দুজন তো নয় একেবারে জনা কুড়ির একটা দল এসেছি ছোটবেলার স্বপ্নে দেখা অলীক রাজ্যে। কলকাতা থেকে যতজন বঙ্গসম্মেলনে এসেছি প্রায় সবাই নাসা দেখতেও এসেছি। কেউ গান গায়, কেউ অাবৃত্তি করে, কেউ বাজনা বাজায়, কেউ রিপোর্টার, কেউ ফটোগ্রাফার, কেউ ব্যবসায়ী -- হরেকরকমা টিম। অামাদের হোস্ট অশোকদা, অশোক দে সরকার অামার দাদার মত, দীর্ঘদিন হিউস্টন প্রবাসী। ওঁর কোম্পানির ম্যানেজার ডেভিড অাপাতত অামাদের টিমেরও ম্যানেজার। সকাল সকাল উঠে হোটেলের লবিতে এতগুলো লোককে একত্র করে বাসে তোলা কি সোজা কথা! ফলে বেরোতে একটু দেরি হয়ে গেল। ডাউনটাউন হিউস্টনে অামাদের হোটেল থেকে বেশ কিছুটা দূরে বিশাল জায়গা জুড়ে জনসন স্পেস সেন্টার --- ষোলোশো একরেরও বেশি। এলাকাটার নামটা অদ্ভুত ক্লিয়ার লেক। বাস থেকে নামতেই ঝকঝকে নীল অাকাশ। অার প্রখর রোদ। জুলাই মাস হিউস্টনে ভরা গ্রীষ্ম। দূষণ নেই, তাই অাকাশ এমন চোখধাঁধানো। ২৪ ডলারের টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকতেই অবশ্য অালো অাঁধারি, রহস্যময় এক জগৎ। এখানে থাকলে একটু পর থেকেই নিজেকে মনেহবে মহাকাশ মিশনের টিম মেম্বার। যেন এখনই ডাক অাসবে পরবর্তী অভিযানে সামিল হওয়ার। নাসার বিখ্যাত লোগোর সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলবার প্রচন্ড হুড়োহুড়ি, সেই ভিড়টা পেরিয়ে এগিয়ে গেলে কত যে দেখার মত জিনিস সাজানো। চাঁদের মাটি থেকে কুড়িয়ে অানা পাথরের টুকরো থেকে শুরু করো মহাকাশযানের মডেল, কী নেই।

এরমধ্যে অামার ছেলে ঋষি কিনে এনেছে অদ্ভুত সব খাবার -- মুন পাই, স্পেস অাইসক্রীম, জটায়ু হলে নির্ঘাত ফেলুদাকে প্রশ্ন করত এগুলো কি মহাকাশচারীরা খান? অামাদের মধ্যেও কেউ কেউ মহা উৎসাহে এরকম প্রশ্নই করল, তবে উত্তর দেওয়ার মতো কারুকে পাওয়া গেলনা। অামরা খুশিমনে ভেবে ভেবে খেতে লাগলাম, কল্পনা চাওলা যদি মহাকাশে বসে সামোশা খেতে পারেন তাহলে অামরা নাসার দপ্তরে কেন অাইসক্রীম খাবোনা! ঋষি ছেলেমানুষ ওর খুব রোমাঞ্চকর লাগছিল মহাকাশচারীদের খাবার দাবার ভেবে ওসব খেতে। কিন্তু সত্যি বলতে কী ওগুলো সাধারণ পাই বা অাইসক্রীমের মতই খেতে, বাচ্চাদের ভোলানোর জন্য শুধু নানা রঙে বা অদ্ভুত অাকৃতিতে তৈরি।

নাসার এই বিশাল চত্বর তো পায়ে হেঁটে ঘোরা সম্ভব নয়। তাই আছে ট্রাম রাইডের ব্যবস্থা। দেড় ঘন্টার ট্রাম ভ্রমণ। যানটা ট্রামের মতো দেখতে বটে, কিন্তু লাইন দিয়ে চলেনা। ছ আটটা কামরা এঁকেবেঁকে চলে রাস্তা বেয়ে। খোলা কামরা, ভেতরে সিটে বসে দিব্যি চারপাশ দেখতে দেখতে চলো। থামলে নেমে পড়ে হেঁটে যাও গন্তব্যে, দেখা হলে আবার ফিরে এসে চড়ে বসো ট্রামে। তারআগে একজন কমবয়সি সাহেব ছবি তুলছিল সবার। ভাবলাম নিরাপত্তার কারণে বোধহয় ছবি তুলে রাখছে দর্শনার্থীদের।

পরে দেখলাম, ব্যাপারটা অন্য দেড় ঘন্টা ঘুরে ফেরবার সময় হাতে গরম ছবি দেবে, অবশ্যই ডলারের বিনিময়ে। তবে সকলকে সে ছবি নিতেই হবে এমন কোনও কথা নেই। সে যাইহোক আমাদের ট্রাম রওনা হোল, এতক্ষণ ঠান্ডায় ছিলাম বুঝিনি। বাইরে বেরিয়ে টের পেলাম ৩৮ ডিগ্রি গরম কাকে বলে! খোলা মাঠের ধারে রাস্তা। আমরা তো গরমের দেশের লোক অভ্যেস আছে। ঘনঘন ঘাম মুছছে সাহেব মেমের দল। সানগ্লাস টুপি কিছুতেই স্বস্তি নেই। আমাদের প্রথম গন্তব্য মিশন কন্ট্রোল। মানে একসময় যেখান থেকে মহাকাশ অভিযান নিয়ন্ত্রিত হোত। একটা জিনিস বুঝতে হবে। অন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন সেন্টারে কিন্তু বহু দেশের নভোশ্চর থাকেন। কন্ট্রোল রুম থেকেই ফ্লাইট কন্ট্রোলাররা পুরোটা নিয়ন্ত্রণ করেন। গ্যালারিতে দর্শকের বসার ব্যবস্থা আর সামনে কাচের দেওয়ালের ওপারে প্রচুর মেশিনপত্র। গাইড সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দেন অপরেশন। তাঁর কাছেই শুনলাম ১৯৯৫ সালে ঢেলে সাজানো হয়েছিল এই কন্ট্রোল রুম। খরচ হয়েছিল ২৫০ মিলিয়ন ডলার! চব্বিশ ঘন্টা চালু থাকে সেই নিউ মিশন কন্ট্রোল। গোটা স্পেস স্টেশনের কোন বিভাগের কোন কর্মীর কখন দরকার লাগে বলা তো যায়না।

অবাক হচ্ছিলাম ভেবে যে টিকিট কেটে ঢুকে বসে থাকা যায় এমন একটা জায়গায়, যেখান থেকে অত্যন্ত জটিল মহাকাশ অভিযানের খুঁটিনাটি নিয়ন্ত্রণ করা হয়! কী অসম্ভব দক্ষ এঁরা, কত নিখুঁত এখানকার কর্মীদের টেকনিক্যাল জ্ঞান। কীভাবে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয় এঁদের সংকটের সময়, চুলচেরা অঙ্কের হিসেবে পা ফেলতে হয় - খুব শ্রদ্ধা জাগল মনে দেখে। পুরোনো মিশন কন্ট্রোলের বাড়িটার সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় দেখেছি বিখ্যাত সব অভিযানের ছবি। জেমিনি, অ্যাপোলো, স্কাইল্যাব, সয়ুজ ---- এসব নাম শুধু বই আর খরবের কাগজে পড়া ছিল এতদিন। এখানে ক্যাপশন সমেত সেসব অভিযানের ছবি ও বিবরণ টাঙানো দেওয়ালে। আছে আর্মস্ট্রঙের ফটো -- এতবছর পরে ভাবলেও কাঁটা দেয় শরীরে --- ' দ্যাট সওয়ান স্মল স্টেপ ফর অ্যা ম্যান, ওয়ান জায়েন্ট লিপ ফর ম্যানকাইন্ড। ' চন্দ্রাভিযানকে এই ভাষাতেই ব্যাখ্যা করেছিলেন আর্মস্ট্রং।

মাটিতেই নেমে এসেছে মহাকাশ। নাসা চত্বরে পাক খেতে খেতে এরকমই মনেহবে। কোনও বাড়ির গায়ে লেখা মার্স, তো কোনওটা স্যাটার্ন। রকেট পার্কে লম্বা করে রাখা স্যাটার্ন ফাইভ রকেট দেখতে গেলে ঘাড় ব্যথা হয়ে যায়, এত উঁচু। গাইড জানালেন এই বিশেষ রকেটটি আমেরিকার কোনজ ৩৬ তলা বাড়ির সমান উঁচু। এটি নাসার তৈরি সবচেয়ে শক্তিশালী রকেটগুলির অন্যতম। অ্যাপোলো মিশনের সময় অর্থাৎ চাঁদে অভিযানের সময় রকেটটি কাজে লেগেছিল। আবারও চন্দ্রাভিযান হলে নাকি একে কাজে লাগানো হবে। স্যাটার্ন ফাইভ পেরিয়ে গেলে একটা বিশাল হ্যাঙার। তারমধ্যে রাখা আছে এক মহাকাশযান। মডেল নয় একশো শতাংশ আসল। চাইলে এক্ষুনি কাজে লাগানো যায়। তাহলে কেন ফেলে রাখা হয়েছে?

জবাবে জানা গেল, টাকার অভাবে নাকি একে উৎক্ষেপণ করা যায়নি। চমকে গেলাম। আমেরিকার, তায় আবার নাসার মতো মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের কিনা টাকার অভাব! করেই ফেললাম প্রশ্নটা। জানা গেল ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় তৈরি এই মহাকাশযানটি উৎক্ষেপণের জন্য একেবারে তৈরি ছিল। কিন্তু সেই সময় সরকারি কোষাগারে টান ছিল। তাই ক্রমাগত পিছোতে পিছোতে একসময় বাতিল হয়ে গেল প্রকল্পটি। সেই সেই থেকে এটি প্রদর্শনীর আইটেম হয়ে দেশ বিদেশের পর্যটকদের বিস্ময় জাগাচ্ছে।

গরমে গলা শুকিয়ে কাঠ। চাঁদিফাটা রোদে ঘুরে

হা-ক্লান্ত। গাছের ছায়ার বেঞ্চে একটু জিরিয়ে নিলাম। সবাই ফিরলে তবে তো ট্রামে উঠব। মাঠের ওপারে দেখা যাচ্ছে একটা কিয়স্কের ভেতরে কোল্ড ড্রিঙ্কের ভেন্ডিং মেশিন বসানো।

ঋষিকে বললাম, দু-চারটে কোক নিয়ে আসতে। মহা উৎসাহে ছুটে গেল ডলার হাতে নিয়ে। একটু পরেই ফিরে এলো ব্যাজার মুখে মেশিন নাকি খারাপ হয়ে পড়ে আছে ক-দিন ধরে। এদেশেও তাহলে এমন হয়! এর তার কাছ থেকে জল চেয়ে কোনওমতে তেষ্টা মিটল। কেউ কেউ বুদ্ধিমানের কাজ করেছে, বড়সড় টেক্সাস হ্যাট মাথায় দিয়ে এসেছে। রোদ থেকে তো অন্তত বাঁচোয়া। এবারে ট্রামযাত্রায় একটা আশ্চর্য জিনিস দেখলাম। বিরাট বিরাট জার্সি গরু মাথায় শিং, এখানে বলে লং হর্নস। কিন্তু নাসা চত্বরে এতগুলো গরু কী হবে?

আসলে আমাদের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মত মর্যাদা টেক্সাসে লং হর্নস-এর। পরে গিফট শপেও দেখেছি নানারকম শো-পিসে লং হর্নসের মোটিফ। নাসাতেও এরা তাই সসম্মানে বিরাজমান। কে জানে সংস্কারের বশে রকেট উৎক্ষেপণের সময় পয়া হিসেবে এদের ডাক পড়ে কিনা।

জনসন স্পেস সেন্টারে দ্রষ্টব্য বস্তুর তালিকা কিন্তু বেশ লম্বা। মাত্র দেড় ঘন্টার ট্রাম রাইডে এর সামান্যই দেখা সম্ভব অন্তত ঘন্টা পাঁচেক সময় হাতে নিয়ে আসা উচিত। লেভেল নাইন বলে একটা ট্যুর প্রোগ্রাম আছে, যেটা সত্যিই অসাধারণ অভিজ্ঞতা। অন্তত একদিন আগে টিকিট কাটা উচিত নয়তো হতাশ হতে পারেন। টিকিটের দাম বেশ চড়া, প্রায় নব্বই ডলার। সেটা অবশ্য আর খোঁচা দেবেনা ট্যুরটা সারার পরে। ট্রাম ট্যুরে যতটা দেখবেন তার থেকে অনেক বেশি কাছ থেকে অনেক বেশি ডিটেলে নাসার কর্মকাণ্ড জানার সুযোগ পাবেন এই প্যাকেজে। নতুন-পুরোনো দুটো মিশন কন্ট্রোল আছেই। সেই সঙ্গে বাড়তি পাওনা আরও অনেক কিছু। যেখানে মহাকাশচারীদের ট্রেনিং হয় সেখানে ঢোকার সুযোগ এমবকি ভাগ্য ভাল থাকলে তাদের সঙ্গে বসে খাওয়াদাওয়াও করা যাবে। যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য তৈরি আছেন বিশেষজ্ঞরা। একটা কথা বলে রাখা দরকার, ১৪ বছরের কম বয়সিরা লেভেল নাইন ট্যুরে যেতে পারেনা।

জনসন স্পেস সেন্টারের ৯ নম্বর বিল্ডিংটা খুব ইন্টারেস্টিং। বিশাল ফ্লোর জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে স্পেস স্টেশনের নানা অংশ। অতীতের তো বটেই ভবিষ্যতের অভিযান সম্পর্কেও আইডিয়া পাবেন। রোভার থেকে রোবট, নভোশ্চরদের স্পেস স্যুট, সব নাগালের মধ্যে। কী রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ভাবা যায়না! হলিউডের সিনেমাতে যা দেখে মুগ্ধ হই তাতো একেবারে শিশু এগুলোর কাছে! বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, মহাকাশচারীরা নীরবে কাজ করে যাচ্ছেন আর আমার আপনার মতো সাধারণ মানুষ একেবারে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে দেখছি সেই বিপুল কর্মকাণ্ড, এই অভিজ্ঞতাকে ঐতিহাসিক ছাড়া আর কী বলা যায়!

আর যেটা একদম মিস করা চলবেনা, সেটা হোল থ্রিডি শো। ছোটদের তো বেশি ভাল লাগবে। হাতের মুঠোয় গ্রহ-নক্ষত্র, নাকের পাশ দিয়ে বোঁ করে চলে গেল রকেট, গোটা মহাকাশটাই যেন নেমে এসেছে কোলের ওপর। নাসায় ঘুরতে ঘুরতে আমার মনেহচ্ছিল যেন ফিরে গেছি ছেলেবেলায়, সেই যখন সন্ধেবেলায় ছাদে উঠে তাকিয়ে থাকতাম আকাশের দিকে।

কী অপার রহস্য! বড়োরা যখন চিনিয়ে দিতেন কোনটা শুকতারা, কালপুরুষ, নক্ষত্রমালায় কার কী নাম, অবাক হওয়ার সীমা থাকতনা। অলৌকিক মনেহোত দূরের জগৎটাকে। একটু বড়ো হয়ে বিজ্ঞানের বইতে যখন পড়লাম মহাকাশের কথা, ইংরেজি কল্প বিজ্ঞানের সিনেমায় দেখলাম কল্পনা আর বাস্তবের মিশেলে বোনা বিষয়, অনেককিছু জানা হোল বটে কিন্তু রোমাঞ্চ-টা রয়েই গেল। নাসায় ঘুরতে ঘুরতে বুঝলাম মহাকাশ একটা অদম্য টানে মানুষকে টানে, হয়তো সেটা মাধ্যাকর্ষণের বীপরীত বিপরীত কোনও টান। ছোটবেলায় তারা দেখার মধ্যে দিয়ে সেই রোমাঞ্চকর টানের শুরু আর সেই টান থেকে যায় আজীবন।

by Srishti Banerjee

by Samhita Bhowmick

রহিমচাচার ডেরা / বীথি চট্টোপাধ্যায়

কলেজে পড়বার সময় থেকেই শুনেছি যে কলকাতার অনেক জায়গায় নাকি ভূত আছে। রাইটার্স বিল্ডিং তো একসময় নাকি ভূতেদের একচ্ছত্র আস্তানা ছিল। আমি যখন কম বয়েসে পায়ে হেঁটে কলকাতাকে দেখেছি অথবা এখন যখন গাড়ি থেকে কলকাতাকে দেখি তখন এই ভূতের বিষয়টি প্রায়ই মনে আসে। একদিন বিকেলে পুরোনো নিউ মার্কেটের ভিতর ঘুরছিলাম। বেশ কয়েক বছর পর নিউ মার্কেটে গিয়েছিলাম সেবার। কলকাতায় ইতিমধ্যে বহু শপিংমল তৈরি হয়েছে। সাউথ সিটি মল, কোয়েস্ট মল, আক্রোপেলিস মল আর-ও কত কী। এইসব মলে যা যা পাওয়া যায় নিউ মার্কেটে সেই সবই পাওয়া যায়, আবার নতুন নতুন মলে যা কিছু পাওয়া যায়না তাও পাওয়া যায় নিউ মার্কেটে। দশ টাকার জিনিস পাওয়া যায়, দশ লক্ষ টাকার জিনিস পাওয়া যায়। এইসব ভাবতে ভাবতে নিউ মার্কেটে ঘুরছিলাম। সস্তায় শ্বেত পাথরের টেবিল, শোপিস পাওয়া যেত এখানকার একটা দোকানে। সেই দোকনটা খুঁজছিলাম। মনে মনে ভাবছিলাম দোকানটা গেল কোথায়? আমি তো দোকানটা স্পষ্ট চিনি। নাহুমস বলে এখানে যে বিখ্যাত কেকের দোকান তার বিপরীতেই তো ছিল সেই দোকান।বছর খানেক হবে এদিকে আসা হয়নি তারমধ্যে দোকানটা উঠে গেল নাকি ? নাহুমসের সামনে দাঁড়িয়ে এধার ওধার দেখছি। পা-দুখানি ভারি ভারি লাগছে, ক্লান্ত লাগছে। এমনসময় আমার পিছন থেকে বেরিয়ে এলেন রহিম চাচা। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা, মাথায় টুপি, ছোটোখাটো চেহারা। বেশ অবাক হলাম। প্রায় কুড়ি বছর রহিম চাচাকে দেখিনি। আমি ভেবেছিলাম উনি বুঝি আর নেই। উনি নিউ মার্কেটে কুলি ছিলেন প্রথমে তারপর ধীরে ধীরে নিউ মার্কেটের অনেক কিছু উনি শাসন করতে শুরু করেন। হকারের থেকে কমিশন, জিনিসের বিক্রি থেকে বখরা, কোন ভিখিরি কোথায় বসবেন এসব বিষয়ে ওঁর অধিকার জন্মায়। মার্কেটে অনেকগুলি দোকানের মালিক হয়ে যান রহিম মিঁয়া। বহুযুগ আগে তখন আমি কলেজে পড়ি নিউ মার্কেটের আনাচে কানাচে রহিম মিঁয়ার দাপট দেখেছি। তবে সাধারণ খদ্দেরদের সবসময় সাহায্য করতেন রহিম মিঁয়া আর তাঁর লোকজন। আমি যখন কলেজের গন্ডি পেরোইনি তখন থেকে রহিম মিঁয়াকে চিনি, উনিও আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করতেন যেন আমি ওর খুব কোন-ও আপনজন। কলেজের ছাত্রদের হাতে তখন পয়সা থাকতনা একেবারে। পুজোর বাজার করতে বা বড়োদিনে নিউ মার্কেটে বেড়াতে এলে প্রায়ই রহিম মিঁয়া বলে দিতেন কোথায় পাবো শাড়ির পাড়, জামায় বসানোর লেস। নিজের লোক দিয়ে দোকান চিনিয়ে দিয়ে আসতেন। তখন তো তাঁর লোকজনের হাতে সেভাবে বকশিস দিতে পারতামনা কিন্তু রহিম চাচা প্রতিবারই সাহায্য করতেন। বিশাল আকারের চারটি কুকুর ছিল তাঁর। তারা রহিম চাচার দুপাশে সার বেঁধে শুয়ে থাকত। একটা বেড়াল থাকত রহিম চাচার কোলে। তার নাম নূরী। যখন রহিম চাচার সঙ্গে আমার একটা পাকাপাকি স্নেহ-ভালবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল তখন নূরীকে কত কোলে নিয়েছি। নূরী ছিল যেন ঠিক রহিম চাচার মেয়ে, তারমানে সে আমার বোন হোত সম্পর্কে। তবে নূরী বোধহয় আগন্তুকদের এত আদিখ্যেতা পছন্দ করতনা। কোলে নিলে ঝটপট করে নেমে যেত, ঢুকে যেত টেবিলের তলায়। কিছু কিছু ব্যক্তিগত কথা হোত রহিম চাচার সঙ্গে। বছরের পর বছর ধরে বলা টুকরো টুকরো কথা সেসব। জেনেছিলাম ছেচল্লিশের দাঙ্গায় রহিম চাচার পুরো পরিবারটি ধ্বংস হয়। রহিম চাচার বয়েস তখন আট বছর। আল্লাহর মর্জিতে তিনি বেঁচে যান। মসজিদের সামনে বসে ভিক্ষে করতেন ছোটবেলায়। তারপর কুলি, তারপর রীতিমত মস্তান হোয়ে ওঠেন। তাঁর নামে নাকি মানুষ খুনের মামলাও হয়েছিল। প্রমাণ করা যায়নি। রহিম চাচা মাথা নেড়ে নেড়ে এসব বলতেন।

নিউ মার্কেটে আমার তেষ্টা পেলে, দোকানে দোকানে ঘুরে পা ব্যথা করলে রহিম চাচার দোকানে বসে বিশ্রাম নিতাম। তারপর একদিন দেখলাম রহিম চাচার কোল শূন্য। সেখানে নূরী নেই। নূরী না ফেরবার দেশে চলে গেছে। শূন্য কোলে রহিম চাচাকে কী উদাস দেখাচ্ছিল । নূরী যেভাবে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল সেভাবে আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে গেল রহিম চাচার দোকানের বুড়ো কর্মচারি, সময়ের নিয়মে উবে গেল ওঁর কুকুর। চারপাশের কত দোকান বদলে গেল। হয়তো ছিল কাপড়ের দোকান হয়ে গেল বাসনের। রহিম চাচার বয়েস বেড়ে চলল। নতুন মস্তান উঠে এল মহল্লায়। রহিম চাচা পুরো দস্তুর দোকানদার হয়ে গেলেন। আমিও বাউন্ডুলে ছাত্র থেকে হলাম হিসেবি নাগরিক। কিন্তু আমাদের পুরোনো সম্পর্ক বজায় ছিল। এরপর একদিন নিউ মার্কেটে গিয়ে আর রহিম চাচাকে দেখলামনা। তাঁর কাপড়ের দোকানে তাঁর চেয়ারটি দেখলাম শূন্য। তারপর একদিন দেখলাম তাঁর কাপড়ের দোকানে অন্য এক মাড়োয়াড়ি ভদ্রোলোক। তিনি খুব ভক্তিভরে মা লক্ষী আর গনেশের ছবিতে মালা পরাচ্ছেন। বছর দুই পরে সেই মাড়োয়াড়ি ভদ্রলোকটিকেও আর দেখা গেলনা। ওই কাপড়ের দোকানে গড়ে উঠল একটি ছোট বিউটি পারলার। এক আংলো ইন্ডিয়ান মহিলাকে সেখানে বসে থাকতে দেখলাম একবার। ক্রমে কেটে গিয়েছে প্রায় কুড়ি বছর। আমার নিজের নিউ মার্কেট যাওয়া এখন প্রায় হয়েই ওঠেনা। হঠাৎ কিছুদিন আগে আমার বাড়ির একটা খুব পুরোনো শ্বেত পাথরের টেবিল ভেঙে গেল। ওই রকম আর একটা টেবিল কোথাও পাইনা। আবার অনেকদিন পরে গেলাম নিউ মার্কেটে। কিন্তু শ্বেত পাথরের জিনিস বিক্রি হোত যে দোকানে সেটা খুঁজে পাচ্ছিলামনা। হাঁপিয়ে উঠছিলাম। সেই সময় আকস্মিক সামনে এসে পড়ল রহিম চাচা! এতদিন পরে! চেহারাতো বিশেষ কিছুই বদলাইনি! আমাকে বললেন ' আর আসেন না তো এদিকে? আমাদের ভুলে গিয়েছেন?' আমি কিছুটা বিহ্বল হয়ে বললাম " এদিকে আসা হয়না এখন খুব একটা কিন্তু আপনাদের কী ভুলতে পারি রহিম চাচা? আমি তো আপনাকে খুঁজেছিলাম। আপনি কোথায় ছিলেন এতদিন।" রহিম চাচা হাসলেন "রিস্তেদারের কাছে।" বলে আমাকে হাত নেড়ে ডেকে নিজে হাঁটতে শুরু করলেন। এই ভঙ্গি আমি খুব চিনি । রহিম চাচা এবার আমাকে দোকানটা চিনিয়ে দেবেন। আমি হাঁটলাম ওঁর পেছন পেছন। নিউ মার্কেটের পিছনে একটা দোকান দেখিয়ে দিলেন আঙুল তুলে। সেটা শ্বেত পাথরের আসবাবের দোকান। এই দোকানটা আমি চিনতামনা। যে দোকানটা চিনতাম তারমানে সেটা আর নেই। দোকানে ঢুকবার আগে রহিম চাচাকে বললাম " আসুন আপনিও।" উনি বললেন "আপনি যান, কিনুন জিনিস। আমি এখানেই আছি। এখানেই থাকব।" পছন্দ মতো টেবিল কেনা হল। দোকান থেকে ওরা টেবিল বাড়িতে দিয়ে যাবে টেম্পো করে সেই ব্যবস্থা করলাম। দোকান থেকে বেরিয়ে রহিম চাচাকে খুঁজছি। ওঁর কাছে বিদায় নেব বলে, কথা বলব বলে। কিন্তু কোথায় গেলেন রহিম চাচা? আমাকে যে বললেন "এখানেই আছি, এখানেই থাকব।" এতদিন পরে উনি কোথা থেকে এলেন? কুড়ি বছর পার হয়ে যাবার কোনও ছাপ নেই কেন ওঁর চেহারায়? আমার বয়েস বেড়েছে কিন্তু রহিম চাচার বয়েস বাড়েনি কেন? আমি যে শ্বেত পাথরের টেবিল খুঁজছি তা উনি জানলেন কীভাবে? অদ্ভুত! আমি দোকানটা চিনতাম বলে বশেপাশে কাউকে তো জিজ্ঞাসাও করিনি কিছু। রহিম চাচা বুঝি এখন না বলা কথা বুঝতে পারেন?

পুরোনো নিউ মার্কেটের ওপর অন্ধকার নেমে আসছে। জায়গাটা ফাঁকা। চারপাশের পুরাতন শ্যাওলা ধরা দেওয়াল গুলো গম্ভীর। ফিবর বলে পা বাড়ালাম। কোন-ও পুরোনো দেওয়ালের পাশে হয়তো রহিম চাচা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মাত্রাবৃত্তে দুটি পয়ার / ফরিদ আহমদ দুলাল

নিবেদন-১

নির্ঘুম রাতগুলো ঝিমায় একাকী
তখনো গোপনে তার কিছু বলা বাকি,
তুমি যদি সাকি হও মদ্যপ আমি
স্বর্গে শরাব দেবে অন্তর্যামী;
স্বর্গে যেখানে থাকি ঘন নির্জনে
অলকানন্দা তীরে সন্তর্পণে,
দ্রাক্ষা বাগান পাশে পারিজাত বনে
মরে যাবো তুমি আমি মধুচুম্বনে।

মরেও অমর হবো পরকীয়া পাপে
পুণ্য ছড়াক বিষ অভিসম্পাতে;
নরকে যাবো না আমি তুমি সাথি হলে
রৌরবে সুখ পাবো প্রেমের আঁচলে
মায়াবী আঁচল প্রেমে ঘাম মুছে দিলে
স্বর্গ রচিত হবে স্কন্ধের তিলে।

নিবেদন-২.

ভোলার মন্ত্র শিখি চলমান নদে
স্মরণের যন্ত্রণা আছে পদে পদে।
চুম্বন চিহ্নটা মুছে যায় বটে
তৃষ্ণার মুহূর্ত জাগে স্মৃতিপটে।
বিস্মৃত হতে চাই অনুনয় কলা
অতলান্তে ডুবুক ডাহুকির বলা
মৌন থাকুক আজ অনুপম রাত
ভুলে যেতে চাই কবে হাতে ছিল হাত।

ব্যথিত পাখির গান সুর যদি ভোলে
মায়া বন্ধন ফেলে যাবেই তো চলে!
স্বর্গ নেবো না আমি সেধে যদি দাও
নরক-অগ্নি তুমি আমায় পোড়াও
পোড়ার জন্য বাঁচি বিদগ্ধ বাঁচা
দহনে অরুচি নেই আবদ্ধ খাঁচা।

শ্রদ্ধাস্পদেষু পবিত্র সরকার / কালীকৃষ্ণ গুহ

চুরাশিতে পা --
আনন্দ সকাল
শান্ত শুভ্র দিন
আনন্দসন্ধ্যা।

সামনে দাবদাহ
অনেক কাজ বাকি
সামনে বর্ষাকাল
কালের প্রবাহ!

চারদিক গাছপালা
অনেক পশুপাখি
বিশ্বভরা প্রাণ
কত-যে মশাল জ্বালা।

সমস্ত ভিক্ষা
গ্রহণ করে ভাবি
একটা জীবন শুধু
একটি অগ্নিশিখা।

by Oishiki Dutta

মায়া / শুভঙ্কর নূতন

হঠাৎ কোন স্মৃতি বেয়ে নেমে যাচ্ছ?
মাছরাঙা পাখির মত উদার ও উজ্জ্বল হয়ে হয়ে-
মহত্তর উদ্যান বিছিয়েছো চিবুকের নীচ বরাবর।
বহু দূরত্বে ধূ-ধূ বালুচর আর শাশ্বত অপরিচয়ের স্তবক নিয়ে অপেক্ষায় আছি।

আদতেই শিখে ফেলেছো সবই। রেখেছো-
বুকের ওপর পাঁচ আঙুল শরমাপন্ন! যতখানি -
আড়াল রাখা বোঝানো সম্ভব! যেখানে -
এযাবৎ কালের মুমূর্ষু আয়ুগান রেখেছি! তুলেছি -
লাল লাল প্রাগৈতিহাসিক নখরাঘাত!

চিরনিঃসঙ্গতা উপহার দেওয়ার আগে, ছিনিয়ে নিয়েছি -
চোখের কোনায় প্রতিপদের তিল।
পিৎ বর্ণ থেকে বাদামী, কালো, আঁধার ঢেলে দিচ্ছো আমার উপর...
'আর রেখো না আঁধারে, আমায় দেখতে দাও।'

অলীক বিভাজন / সুদীপ্ত চ্যাটার্জি

তোমার শরীর বরাবর একটা অলীক বিভাজন/ একপাশে জড়ো করেছো ক্ষোভ ও ক্ষুধা/ অন্যপাশে রাখা একটা ম্যাজিক লণ্ঠন অজস্র অনুভূতির কুয়াশা সরিয়ে তার ধর্ম রক্ষা করছে/ মাথার ওপর যে বিলম্বিত মেঘের বৃষ্টি দেবার কথা ছিলো সেও রেখে গেছে বিস্ময়/ শরীরগামী জল একদিন সত্যাশ্রয়ী হবে/ স্বপ্নকাতর কিছু গাছ মাথা তুলে দেখছে কোথায় রাখা আছে ঘুম আর কোথায় জেগে থাকার প্রয়াস/ বিচ্ছিন্ন কিছু নক্ষত্র আলোর বদলে দিয়ে গেল আভা/ তোমার এক গালে পেলব চন্দন/অন্যদিকে বিক্ষত অবিশ্বাস শরীরের কোথাও রেখেছে ফুল ও ফসল / কোথাও শ্মশানচারী রাত রেখে গেলো কৃষ্ণমুখ

by Ishan Dutta

নিঃসঙ্গতার প্রগাঢ় প্রেমিক / পিয়াস মজিদ

নৈকট্যে নৈঃসঙ্গ্য বাড়ে,
তুমি তার প্রবল প্রেমিক,
পরিচিত বিতানে
অচেনা অর্কিড।
নিশ্বাস ফুরিয়ে এলে
গীতিহীন ফুটেছি ভীষণ
গহীন গজলের
গোপন-গোলাপে!
কবিরা গলদঘর্মে
তদন্তে-তল্লাশে,
যদিও কবিতা থাকে
কবিতারও ক্রোশ-দূরে,
রূপের অধিক
তীব্র কোনো রক্তকল্পে।
তারাদের পটভূমে
ধাতব লোকালয়ে
বুনো সেই অর্কেস্ট্রা
আজকের পদকর্তা;
সনেটের স্বর্ণাভা,
দীর্ঘধূসর কবিতা,
মায়াবী জলের জিঞ্জির
আর এক তিমির লিরিক।
ফাটা ডিমে তা দেয়া জীবনকে যেতে হলে যখন মানুষ
মৃত্যুকে 'মোবারক' বলে ; তারপরই তো
অঝোরে আমাদের
কবিজন্ম ঘটে থাকে,
বৃষ্টিরুহের দাউদাউ
সুর-বাগিচাতে।

সব ঝুট হ্যায় / প্রণতি ঠাকুর

সারারাত বৃষ্টির নূপুর বেজে চলছিল বিলম্বিত লয়ে,
মন-খারাপ-করা অন্ধকার জড়িয়ে
হাঁটতে শুরু করলাম অচিনপুরের পথে,
দূর থেকে ভেসে আসছে কিছু কথা!
ত..ফা..ৎ যা.....ও,
তফাৎ যাও, সব ঝুট হ্যায়,
মেহের আলীর কঠিন কণ্ঠ,
সব ঝুট হ্যায়,
পৃথিবীর শরীরে অসুখের পোশাক,
অন্ধকারে মুখ ঢাকা প্রিয় গ্রহের,
মেহের আলী থেকে লক্ষ
মেহের আলী বলে চলেছে,
তফাৎ যাও... সব ঝুট হ্যায়....
বৃষ্টির শব্দ অন্য ছন্দে বলতে লাগল,
সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।
মেহের আলী, তোমার নামের বিশেষণ "পাগলা",
ভুলে যাই এমন পাগল মাঝেমধ্যে
ডাক দিয়ে যায় মনের অলিগলিতে,
তোমাকে খুব মনে পড়ছে মেহের আলী,
নিজেকে শুধোই....
কার থেকে তফাৎ যাব!
মায়াজাল কাটতে সময় লাগে,
'সব ঝুট হ্যায়' বুঝেও হাত বাড়াই
প্রিয় মুখের দিকে।
ভালবাসা অন্তহীন জেনেও মনের
মধ্যে বেজে ওঠে.....
তফাৎ যাও... সব ঝুট হ্যায়।

by Ved Bhowmick

কিশোরী বিনুর গল্প

দীপিকা ঘোষ

এবার বৃষ্টির মৌসুমে বৃষ্টি নয়, প্রতিদিন ধূলোর ঝড়ে ভরে উঠছিল চারপাশ। শহরের ব্যস্তময় রাস্তাঘাট সেই ঝড়ে অন্ধ হতে হতে দাঁড়িয়ে পড়ছিল অচল হয়ে। আকাশের শরীর জুড়ে কখনো কালো মেঘ জমে উঠলেই নেমে আসছিল ধূলোর ঝড়। তাই দেখে শহরবাসীরা ভাবছিল -
কংক্রীটের শহরে কোথা থেকে উড়ে আসে এত ধূলো?
সপ্তাহ জুড়েই চলছিল প্রকৃতির এই আচরণ। কিন্তু তাতে কিশোরী বিনোদিনীর কী বা আসে যায়? সে রোজ দেহমনে ফুটে ওঠার আনন্দে বিবশ হতে হতে বিকশিত হয় নিয়মিত। কে জানে কোন আনন্দের ঘোর লেগেছে তার গোপন প্রাণের চেতনায়। জীবনের সব রকম খুঁটিনাটি না জেনেও পরম নিশ্চিন্তে বিনু প্রতিদিনই ফুটতে থাকে মুদিত কুঁড়ির পাঁপড়ি খুলে। পুষ্পিত হতে হতে সুকোমল হয়ে ওঠে জীবনরসের স্পর্শে। বিনোদিনীর ফুটে ওঠার দিকে বাড়ির গৃহকর্ত্রীর কঠিন চোখ সারাক্ষণই পাহাড়ায়। তার কড়া শাসন সর্বদা ছুঁয়ে থাকে বিনুর আপাদমস্তকে নজর ফেলে। থাকবে না? এ বয়েসকে বিশ্বাস করতে আছে কারও? বিশেষত যেখানে তার নিজের ঘরেই যুবক ছেলের উপস্থিতি? কিশোরী বিনুর কুঁড়ি থেকে পুষ্পিত হওয়ার অবাধ্যতা তাই অস্থির করে মানালিকে। ছেলের সামনে তার চকিত হাসির আভাস দেখলেই ক্ষেপে ওঠে তপ্তকিরণ বিরক্তিতে -
এ্যাই! শুধু শুধু হাসছিস কেন ওভাবে? কী দেখে এত হাসি পায়? বলেই সে ছেলের মুখে তাকায়।

এ জিজ্ঞাসার জবাব জানে না বিনু। কী উত্তর দেবে সে? বরং এমন প্রশ্নে তার চকিত হাসি হঠাৎ করে শরীর ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। হঠাৎই খিলখিলিয়ে জলকল্লোলের মতো আরও জোরে হেসে ওঠে কিশোরী। আড়াল নিয়ে সামনে বসা তরুণের দিকে চায়। মানালির ঊনিশ বছরের ছেলে টিভির পর্দা থেকে চোখ সরিয়ে দৃষ্টি ফেলে বিনুর মুখে। তাতে মুহূর্তে কিশোরীর শ্যামলা মুখে লজ্জাবতীর পরশ লাগে। পেলব মুখ রঙের জোয়ারে রাঙা হয়ে ওঠে পলকে। যেন অচেনা অনুভবের চোয়ানো স্রোত চুঁইয়ে পড়ছে দেহ বেয়ে। লজ্জার ছায়া শিহরণ তুলতেই মাথা নিচু করে বিনু। সব দেখেশুনে মানালির চোখের পাতা তিরতিরিয়ে কাঁপে। কী সর্বনাশা অমোঘ মুহূর্ত তার চোখের সামনে আসে যায়! এসব দৃশ্য দৃষ্টি ছুঁলে সহ্য করা যায় কখনো? জীবনের সব গোপন পাঠ জানা আছে যে মানালির। সে কারণেই তার হৃৎপিণ্ড উথাল পাথাল করে। সে পরক্ষণেই ধমকে ওঠে গভীর শঙ্কার আবেগ নিয়ে -
শুধু শুধু এখানে দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করলে চলবে? কাজের দিকে মন নেই? কখন বলেছি, ছাদ থেকে সব জামাকাপড় নামিয়ে আনতে? কোনো কথা যদি কানে ঢোকে!

বিনু অবশ্য ছাদে গিয়েছিল। তবে তার উড়ুউড়ু মন শরৎ মেঘের মতো কোথায় যে হারায় থেকে থেকেই। সে তাই বলতে ভুলে গিয়েছিল। এখন মনে পড়তেই খলখলিয়ে ওঠে -
ছাদে তো গিয়েছিলাম কাকিমণি। জামাকাপড় এখনো শুকোয়নি।
শুকোয়নি মানে কী? কোনো কাজ ঠিকমতো করতে পারিস না? নিশ্চয়ই তারের ওপরে জড়ো করে রেখেছিলি?
না না। খুব ভালো করেই ছড়িয়েছিলাম।
এটুকু বলতেই ফের বিনুর মুখে হাসি গড়ায়। চোখের কোলে গোপন অভিসার লুকোচুরির খেলা খেলে। দৃষ্টি ছুঁয়ে রঙিন প্রজাপতির ঝলমলানি ঝলসে ওঠে। পলকেই তা আছড়ে পড়ে ঊনিশ বছরের তরুণের মুখে। মানালির ঝানু চোখ সব দৃশ্যই দেখতে পায়। বুকের গহ্বরে অগ্নিকুণ্ড জ্বলে তার। কঠিন স্বর আরও বেশি কঠিন হয়ে ওঠে -
তোকে কি হাসির রোগে ধরেছে নাকি, যে কথা বললেই হাসি পায়? আবার যা! যা শুকিয়েছে তাইই নিয়ে আয়! আর শোন, ফিরে এসে আমার কয়েকটা শাড়ি আইরন করবি আজ! সারাদিন টিভি রুমে গ্যাজলামো করা চলবে না! বুঝেছিস? কী

হলো? দাঁড়িয়ে রইলি যে?
বিনুকে ছাদে পাঠিয়ে হুকুম জারি করে নিজের ঘরে ফিরে যাচ্ছিলো মানালি। হঠাৎ পেছন থেকে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর কানে এসে ফের জ্বালিয়ে দিলো বুক -
তুমি খামোকা ওকে কেন ছাদে পাঠালে মা?
ছেলের প্রশ্নে ঘুরে দাঁড়ায় জননী। দু চোখে বিতৃষ্ণার স্রোত ছুটিয়ে কড়া চোখে তাকায় -
খামোকা মানে?
তাছাড়া কী? বিনু তো কিছুক্ষণ আগেই কাপড় শুকোতে দিয়েছে। মাঝখানে দেখেও এসেছে একবার। বললো তো এখনো শুকোয়নি। শুধু শুধু আবার পাঠালে কেন? কতগুলো সিঁড়ি ভেঙে ফের ছাদে উঠবে হবে জানো?
তা নিয়ে তোর এত মাথাব্যথা হয়েছে কেন রে?
তোমার জন্যই হয়েছে! এ রকম করলে কাজের লোক থাকবে বেশিদিন?
না থাকলে না থাকবে! ভাত ছড়ালে কাকের অভাব? তুই পড়াশুনো বাদ দিয়ে কেন আসিস এসব কথায় কান দিতে?
আহাঃ! এতো মহা মুশকিল হলো! আমি তো আর বধির নইরে বাবা! তুমি সারাক্ষণ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলবে, বকবে, আর আমি কানে শুনলেই দোষ?

বুকে জ্বালা পুরে মানালি অনেকবারই চেঁচায়, এ অভিযোগ মিথ্যে নয়। কিন্তু কেন চেঁচায় সে কথা প্রকাশ করলে কে তার কথা মান্য করবে? বরং লজ্জার আড়াল খসে পড়লে এদের গোপন বাঁধটুকু তার চোখের সামনেই ভেসে যাবে। মানালি তাই কথা বাড়ায় না এরপরে। কী হবে কথা বাড়িয়ে? যা বোঝার তা বোঝা হয়ে গেছে তার। পেটের শত্তুর! তা নইলে কথায় কথায় এমন প্রতিবাদী হয়ে ওঠে? কোথাকার কোন একরত্তি কাজের মেয়ে, তার জন্য দরদ উথলে ওঠে এভাবে? মানালি জানে শৈশব থেকে কৈশোরে, তারপর যৌবনে প্রবেশ করাই জীবদেহের ধর্ম। বিনুর জীবনে চাইলেও তাকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। কিন্তু কিশোরী কেন যখন তখন খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে? কেন তার চোখের গভীরে অকথিত ভাষার তরঙ্গ জাগে? চলতে চলতে, বলতে বলতে সহসা গোপন চোখের দৃষ্টি ফেলে, কেন তাকায় তার ছেলের মুখে? আর তাই দেখে মৃন্ময় কেন অনুভূতির চোখে চায়? যে ছেলে তার গর্ভ ফুঁড়ে জন্ম নিয়েছে, তার বুকের ভাষা কি আর অজানা থাকে? এসব দৃশ্যপাট সে কারণেই মানালির অন্তরে সারাক্ষণই বিতৃষ্ণার ভীতি জাগিয়ে দেয়।

অবশ্য মানালিকে ক্ষেপিয়ে তোলায় কিশোরী বিনুরও খামতি নেই। যতবার সে সুসজ্জিত শয়নকক্ষে প্রবেশ করে ততোবারই বৃহৎ আয়নায় প্রতিবিম্বের ছায়া পড়ায় বারবার নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। মুগ্ধ চোখের ছায়াতলে কিশোরী আবিষ্কার করে নিজেকে। সে সব দৃশ্য চোখে পড়লেই ক্ষিপ্ত হয় মানালি -
এক চেহারা আয়নায় দাঁড়িয়ে সারাদিনে কতবার দেখতে হয় রে বিনু? তোর কি মিনিটে মিনিটে চেহারার বদল হয়? নাকি সুন্দরী প্রতিযোগিতায় নাম লেখাবি? বাপরে বাপ! তুইতো আমার হাড়মাস এক করে দিবি দেখছি! যেদিকটায় না চোখ দিয়েছি, সেদিকেই সব পণ্ড করে দিচ্ছিস! আজ বিছানার চাদরগুলো সাবান কাচা করবি!
কিন্তু সেসব তো পশশুই ধুয়েছি কাকিমণি!
ধুয়েছিস তো কী হয়েছে? আবার ধুবি! ধমকে ওঠে মানালি।
পরে অবশ্য মনে মনে উচ্চারণ করে -
ইস, চেহারা দেখো না! দিনকে দিন ফুলে ফেঁপে রসে টইটম্বুর হচ্ছে!

উত্তরে কথা না বলে নীরব সম্মতিতে মাথা নাড়ে বিনু। তার মুখের চেহারায় গাম্ভীর্যের ছায়া পড়ে। নত মুখে বিছানার ভারি - ভারি চাদর তুলে কোমল হাতে কাচতে থাকে সে। মানালি তারপরেও দেখতে পায়, কদিন আগের ছোট্ট মেয়েটা বৃষ্টিভেজা কদমফুল হয়ে স্নিগ্ধ লাবণ্যের দীপ্তিতে প্রসারিত হচ্ছে প্রতিদিন। আর তাই দেখে তার স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ছেলেটা, মাকড়সার জালে আটকে পড়া প্রাণির মতো নিথর হয়ে যাচ্ছে। মানালির চোখে সে কারণেই নিরন্তর এত পাহাড়া। সেই কারণেই দু দণ্ড স্বস্তি নেই প্রাণে!

আজ আকাশের কোণে কালো মেঘের ভিড় জমছিল দুপুর থেকে। জমতে জমতে দিনশেষে শহর জুড়ে ধূলি নয়, ঝমঝমিয়ে ঝরিয়ে দিলো বৃষ্টি। একটানা বৃষ্টির স্রোতে মাটি শীতল হলো। সবুজ গাছে যত মলিনতা জমেছিল সবকিছু ধুয়ে মুছে স্বচ্ছ হয়ে গেলো একেবারে। বৃষ্টি ভেজা ব্যস্ত শহর প্রফুল্ল হয়ে উঠলো নিমেষে। ঠিক সেই মুহূর্তে নিরালা ব্যালকোনিতে বসে মেঘভরাট আকাশটার দিকে বিনু তাকিয়েছিল অপলক। কী দেখছিল বিনোদিনীই জানে। অথবা জানে না। জানা অজানার মাঝখানেই তো ঝুলে আছে সে। হঠাৎ শোনা গেলো, মিহি সুরে নিচু গলায় গান গাইছে সে। উচ্চারণ অস্পষ্ট। গানের সুর ভাঙা ভাঙা। কিশোরী মেয়ে আপন মনে গুনগুনিয়ে গাইছে, এ ঘটনা এ বাড়িতে নতুন নয় অবশ্য। তার গানে মানালি ছাড়া কেউ গোপন অভিপ্রায় খুঁজতে যায়নি কোনোদিন। গানের সুর মূর্চ্ছিত হলেই মানালি ভ্রু বাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করেছে -
কী ব্যাপার রে বিনু? এত খুশি হয়ে গান শোনাচ্ছিস কাকে?
কাউকে শোনাচ্ছি না তো!
তাহলে গাইছিস কেন?
ইচ্ছে হলো তাই! বলেই উথলে পড়ে হেসে উঠেছে বিনু।
অবিশ্বাসে মানালির গম্ভীর মুখ সুগম্ভীর হয়েছে সংশয়ে -
তাই? আমার সাথে চালাকি? আজকাল প্রায়ই দেখি গান গাইছিস! নতুন ঢঙে চুল বাঁধছিস? কোথা থেকে শিখছিস এগুলো?
উত্তর দিতে গিয়ে তক্ষুনি চোখে পড়েছিল মৃন্ময়কে। আর জবাব দেওয়া হয়নি বিনুর। কেবল লজ্জাভরে ছলকে উঠে খিলখিলিয়ে হেসেছিল।

একটু আগে মেঘের ছায়ায় অবেলায় সন্ধ্যা নেমেছিল। মানালি দিবানিদ্রা সেরে বিনুকে দেখতে না পেয়ে অনুসন্ধানে ছুটলো। মৃন্ময় নিজের ঘরে বসে ল্যাপটপ নিয়ে ব্যস্ত, প্রথমেই উঁকি মেরে দেখে নিলো সেটা। তারপর মহানিশ্চিন্ত হয়ে রান্নাঘরের পেছনে ব্যালকোনিতে এসে দাঁড়ালো। পায়ের শব্দ শুনেই সতর্ক হয়ে উঠেছিল বিনু। গান থামিয়ে চুপচাপ বসে রইলো সে। চোখে পড়তেই মানালি অবাক হয়ে জানতে চাইলো -
কী করছিস এখানে বসে?
কী উত্তর দেবে বিনু? সে কি আর সত্যিই জানে কী করছে এখানে বসে? কী দেখছিল মেঘে ঠাসা আকাশটার দিকে অপলক চেয়ে থেকে? মানালি ঝুঁকে পড়ে গভীর সংশয় নিয়ে তাকালো এবার -
কী হলো রে বিনু? কথার উত্তর দিচ্ছিস না যে?
উত্তরে বিনু একবার খলখলিয়ে হেসে উঠতে চেয়েছিল। বলতে চেয়েছিল -
কিছু না কাকিমণি, এমনিই বসে আছি। সব কাজ সারা হয়ে গেছে, তাই বসে আছি।
কিন্তু তার বদলে কিশোরী হঠাৎই কেঁদে উঠলো হুহু করে। সেটা এমনই সহসা, এমনই অকপটে, যেমন সে বলতে বলতে হেসে ফেলে চকিতে। যেমন সে চলতে চলতে চকিত দৃষ্টি মেলে মৃন্ময়ের চোখে রাঙা মুখে চায়। মানালি বিস্ময়ে নিচু হয়ে আসে। মাতৃস্নেহের গাঢ়তায় কিশোরীর মাথায় হাত রাখে -
কাঁদছিস কেন বিনু? মৃন্ময় বকেছে তোকে? শরীর খারাপ করেছে? কী হয়েছে?
নিঃশব্দে মাথা নাড়ে বিনোদিনী -
কেউ তাকে বকেনি। শরীর খারাপ করেনি তার। বিনুর আসলে কিছুই হয়নি।
তাহলে? কাঁদছিস কেন তুই?

ছোট্ট বিনু বোঝাতে পারে না, ব্যথা না পেয়েও হঠাৎ কেন কান্না পাচ্ছে তার। কেন ভেসে যেতে ইচ্ছে করছে শ্রাবণ মেঘের স্তরে স্তরে। শুধু জানে, অন্তহীন আকাশ থেকে যেমন করে বৃষ্টি ঝরে পড়ছে, বিনুর অন্তরও আজ তেমনি করেই ঝরে পড়তে চাইছে ঝরঝরানি গান হয়ে। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে তার কিশোর বয়সটাকে উড়িয়ে দিয়ে ইচ্ছে করছে ছুটে যেতে। ইচ্ছে সবখানেই সবকিছু হয়ে উঠতে। কিন্তু কেন, তা যে জানে না বিনু। কী দেবে উত্তর?

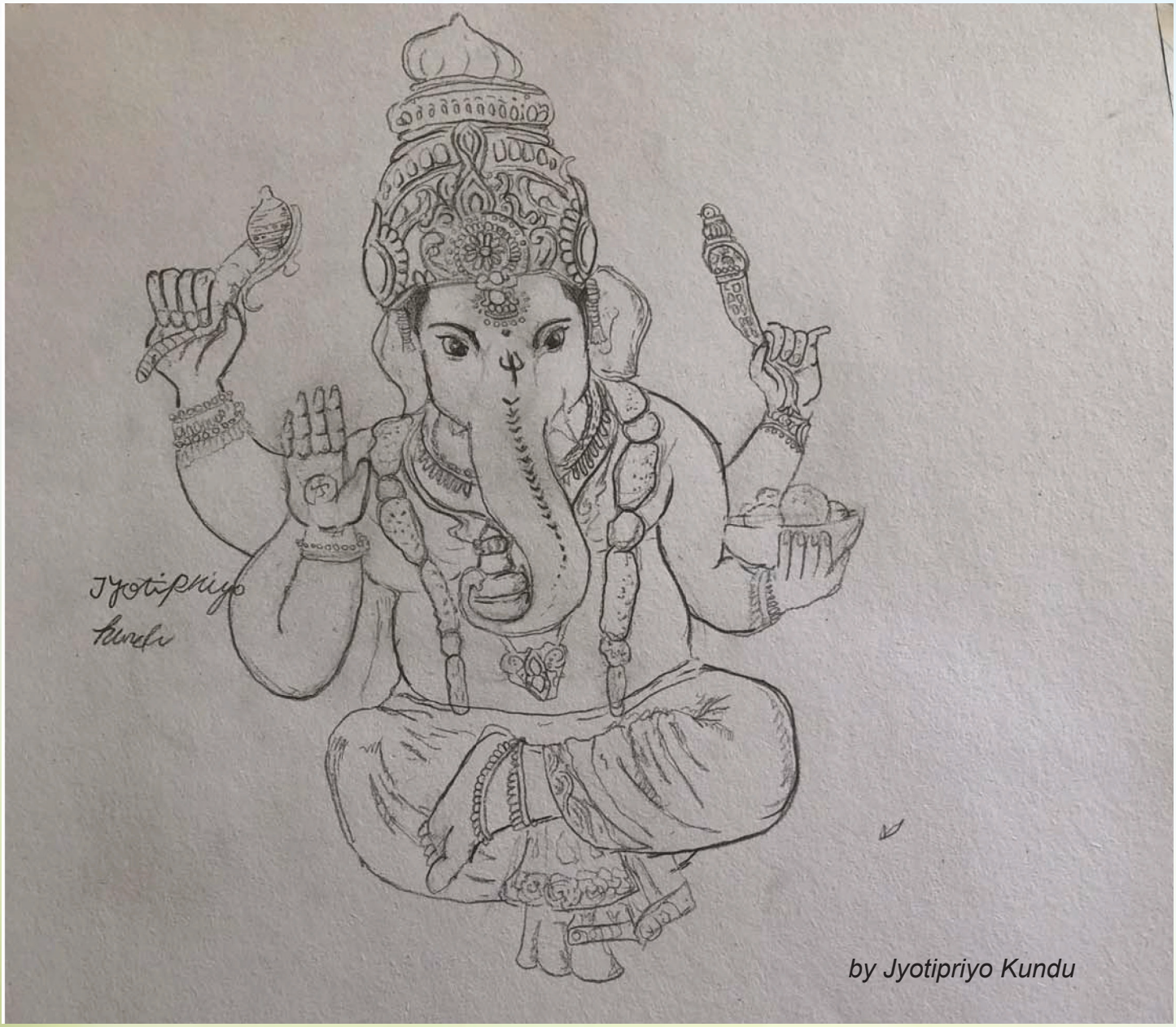

by Jyotipriyo Kundu

টিনের তলোয়ার / প্রশান্ত ভট্টাচার্য

যবনিকা ফেলে দিল তবুও থামেনি অভিনয়
নিষ্প্রদীপ রঙ্গমঞ্চ বেনামি সংলাপ
তুমুল করধ্বনি মহাপ্রপঞ্চময়
কোন রাজসভা কবে পূর্ণতা পেয়েছে
বিদুষক ছাড়া

মানুষের পাতানো ঘরবাড়ি দালান
ভূত ছাড়া বড় শূন্য লাগে
নিৎসের অতল জলের ডুবুরির কসরত
সন্ত্রাসের সংক্রমণ নিয়ে উঁকি দেয়
কুমারী জঙ্ঘায়

সারোগেট সময়ের গর্ভসঞ্চারের
নাট্য তবে শুরু হোক ফের
তুলে নাও জং ধরা টিনের তলোয়ার
কবিতায় লেখা হোক বৃষ্টির ঋতুতে
মেঘেরা বাহক হয় রামগিরি অলকার মাঝে

আমরা মেঘের মতো থেকে যাই
নাট্যশালাজুড়ে

পরিচয় / চৈতালী ব্রহ্ম

বাতাসে প্রচুর আছে আনন্দধারা
অক্সিজেনের মতো শ্বাসবাহী বায়ু
আমগাছে ফিরে এলো ফিঙে আর টিয়া
নীল আরো নীলাকাশ, বাড়বে কি আয়ু?
নেবে কিছু এ যেমন সত্যিই জানি,
দেবে তার বহু বেশি এই কথা জেনো
ধুলো নেই, নেই আর হাঁপানির টান।
ঘ্যানঘেনে রাস্তায় গাড়ি নেই কোনো।
পৃথিবীতে বড়ো বেশি মানুষের ভিড়
আজ হোক কিছু পশু পাখি আনাগোনা
কিছু দিয়ে অনেকটা পাওয়া যায় যদি।
চলে যেতে রাজি আমি ফিরে আ বোনা।
ধানসিড়ি নদীটির তীরে ফেলা জাল
জালের ছেড়ায় যতো খেলা করে যাক
হাঁস পানকৌড়ি টা, কাতলা বোয়াল।
আমি যেতে রাজি আছি, ফিরে দাও সেই
অরন্য, প্রান্তর ঘনো বনভূমি
দাও যত প্রাকৃতিক সম্পদ রাশি
আমার বদলে যদি দিতে পারো তুমি।।

মৃদঙ্গ / অনিন্দিতা বসু সান্যাল

মৃদঙ্গ বাজিয়ে চলা প্রহরের প্রশ্বাসে
পটদীপের তান থেমে যায়
তান নয় পকড়ে চেনা সপ্তক
উত্তাল পুরুষালি নদের মতো
স্বরমালায় চুমু খায় আবেগ মন্থনে

by Aparna Mondal

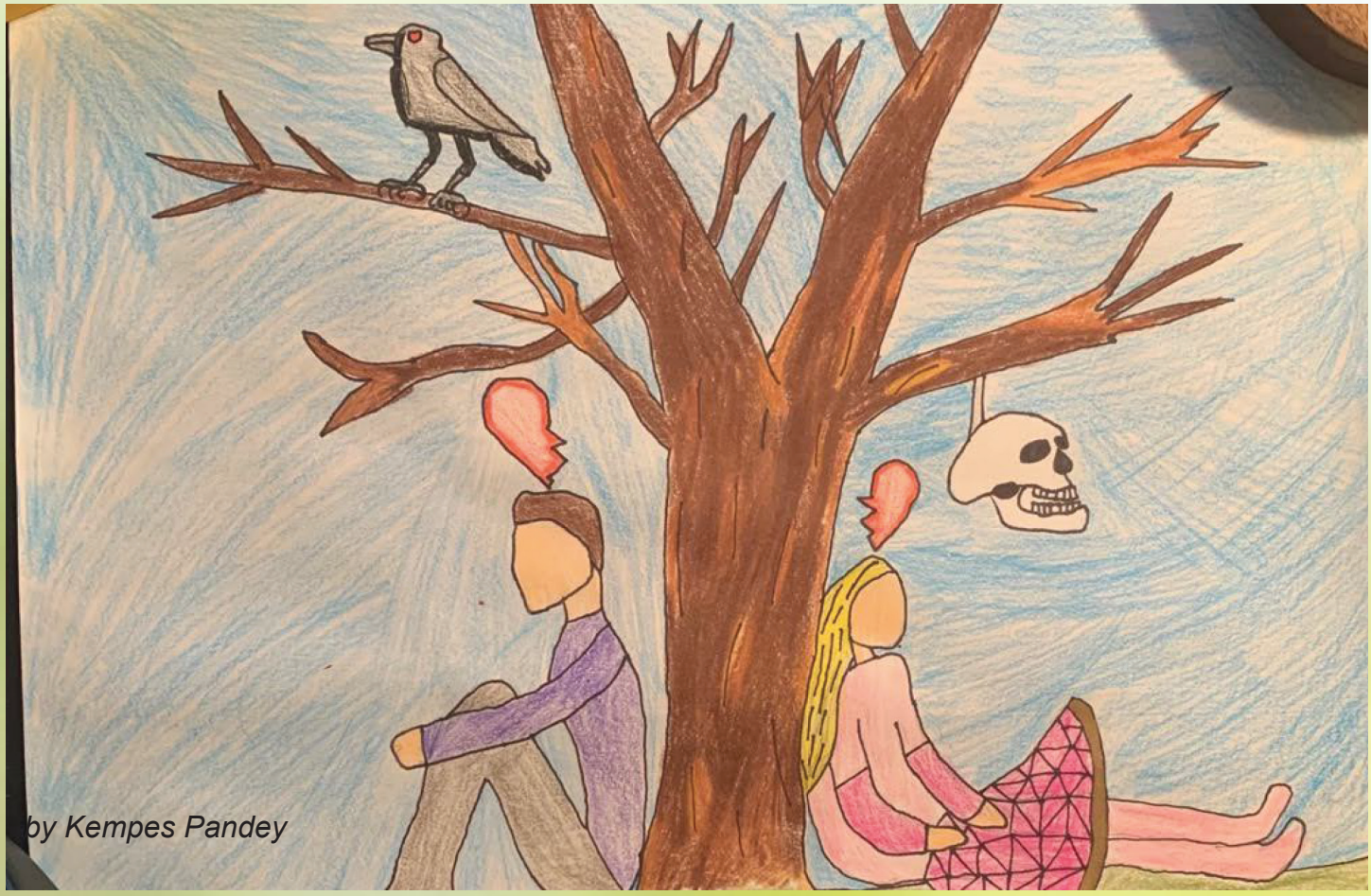

by Kempes Pandey

Stormy Behaviour
By Shashwata Ghosh

Black clouds formed in the sky. Thunder clapped; tiny droplets of rain came down from the sky. Vector looked at his new school from his car. Glendale Heights was a huge school with red brick covering the school. A huge banner saying, "Welcome back students!" was hung above the front door. Children laughed and ran around as they had never done so. There was a golden painted candy shop at the playground with children lining up to get their candy. Vector scrunched his face in confusion. Who would be outside when it's raining like this?

"I thought all the schools in the world were miserable. This school is *too* perfect." Vector muttered. Vector looked yonder. He looked left and right. The kids couldn't all be happy! Vector looked at the corner of the school. The one that was covered by shadows. Vector squinted his eyes to look closer.

That corner of the school wasn't red brick! Instead, he saw green moss hanging to the sides of the school; a kid wearing black terrorizing a child. Vector shivered in terror. Vector's car screeched to a stop.

Vector slowly walked out of the car and started approaching the welcome banner. From the mossy corner of the school. A kid came towards Vector with a mischievous grin. Vector stopped to look at him. This kid had a skull tattoo on his arms; there was a nose piercing on his nose. *That tattoo can't be real!* Vector thought *He's only in elementary school!*

The kid with a tattoo stood in front of him. The kid was massive for an elementary student! The kid was a towering building while Vector was a building floor. He looked exactly like the kid in the mossy corner

"Your business here looks suspicious. What are you up to?" the kid said gruffly. Vector's body started to tremble; his teeth clanked against each other quickly. Had he seen Vector looking around?

"Uhm, I was just looking around the school," Vector lied. But the kid knew he was lying.

"Explain why you were in your car snooping around the dark side of the school!" the kid shouted. Vector's nostrils flared angrily.

"Explain why you were stalking me while I was in my car!" Vector shouted. The kid turned pale. He started stuttering some random words. Soon later, he recovered from his loss of confidence and he came closer and closer to Vector.

"Shut up! You need to learn a lesson for messing with Joshua Caraway!" Joshua shouted. Suddenly, Vector started feeling small inside. Every second, Joshua seemed taller and taller until he was a molecule standing against the biggest building in the world.

Joshua all of a sudden lunged at Vector with his fists tight. He raised his fist as quickly as light; the fist collided with Vector's face. It was as if all of the cells in Vector's had exploded! A trickle of blood streamed down Vector's lip. Strangely, Joshua felt overjoyed by Vector's pain. He laughed out loud running away from the scene so nobody knew he was the cause of Vector's pain.

Vector slowly got up from the ground with tears streaming down his face. He looked around to see everybody unaffected by such an injustice. A burning fire was burning inside of Vector now. What kind of school doesn't notice injustices? Vector stomped to the door angrily and flung it open and slammed it shut. As the door was slammed, everybody outside stood frozen for a second by Vector's anger.

Vector stood at the entrance of the grade six classroom. The grade six classroom is lit; children are inside talking and laughing. Vector smelled paper and pencil shavings. He sees the tables which have supplies organized on them. It's as if all of the school is *really* happy. Vector looked first right and then left.

"No bullies," he muttered under his breath joyfully. But behind him was a growing shadow that with each step it grew bigger and bigger until it covered Vector from head to toe with darkness. Vector's body started to tremble and all of a sudden he felt tingles inside of his body. As if someone was touching him very lightly. Vector felt a tug on his body as if someone had grabbed him. Vector spun his head to see a bully facing him with a menacing grin on his face.

"You think that you can hide from me?" Joshua smirked. "You're the biggest idiot I've ever met! Someone I'm actually having fun with!" He started to walk slowly towards Vector and Vector took steps backwards until he could move no more. Everyone around Vector stood frozen. Nobody had ever terrorized a child in the classroom. Not even Joshua! It was way too risky for bullies like Joshua. He was squished against a black wall. But the bully kept on going until Vector could feel the bully breathing on him.

The bully's arms started to rise slowly and then the speed increased and his hand grabbed at Vector's shoulders. His hand was starting to turn redder and redder and soon his veins were bulging out.

But then his grasp on Vector loosened. Vector squirmed around, even more, flailing his arms around with tears in his eyes. His arms had turned blood red and he opened his mouth to scream.

But nothing came out.

The bully then pushed Vector into a desk. The desk slammed into Vector's hip.

"Stop!" Vector shouted. But the bully wasn't finished. He grabbed a chair and hurled it at Vector's chest. Vector crumpled to the ground with tears streaming down his face. He covered his face in his arms so nobody would see.

Vector wished he was invisible. So he wouldn't be seen by this stupid bully. So people wouldn't see his embarrassment. Though, little did Vector know that his current misfortune would be dealt with.

"Joshua," a voice from behind boomed sternly, "what are you doing!" Joshua spun around facing the person and all of a sudden, he was frozen in place like a statue. Then he tried talking.

"Uh-hh-mm y--ees no--o may-be," Joshua stammered. Had Joshua's confidence drained down the sink? The teacher shook his head in disappointment.

" One hour of detention after school," the teacher said blandly. The color drained from Joshua's face.

"With whom may I ask?" Joshua stuttered slowly.

"Mr. Hingles and Joe," the teacher said strongly. Joshua turned pale.

"Mr. Kakinski you must have misunderstood. Joe is disgusting! He picks his nose all…" Joshua started coldly. But Mr. Kakinski cuts him off.

"No excuses!" he says sharply. Joshua looks straight into Vector's eyes with a glare. Vector suddenly felt a tug in his heart. Joshua was going to do something to go on with his schemes.

"He did everything! Why are you blaming me?" Joshua shouted. Suddenly, Vector's eyes were filled with rage! Joshua had punched him in the face and abused him further and he was getting blamed.

"Mr. Kakinski…" Vector started quietly.

"I know! I know! I saw it all myself, " Mr. Kakinski says loudly. Then he looks at Joshua with a stern look.

"You lied to me! Glendale Heights has always taught its students to never lie!" Mr. Kakinski boomed with his nostrils flailing angrily. Joshua narrowed his eyes to look at the floor. "Three hours detention!" he boomed. Joshua opened his mouth to protest but looking at Mr. Kakinski's face, he quickly backed off and nodded. Joshua looked at Vector one last time ; he took a seat at a table.

"There's no point in trying to get away from Joshua. He'll hunt me down. I give up," Vector grumbled. On the way to his table, he kicked a chair in frustration. Joshua wasn't a regular person- he was a monster. At his table, three other people were seated. Unfortunately, one of them was Joshua.

"Don't think that you're safe Fishbreath," Joshua growled, " you won't always be protected." Joshua had a black pencil case on his side of the desk and black pencil, black erasers and black supplies! The other kids were whispering among themselves- not wanting Joshua to hear. Were these kids Joshua haters too?

The lunch bell rang and Vector jumped out of his seat and ran out of the classroom. He needed to get away from the monster. Vector swerved into the cafeteria and stopped to catch his breath. Behind him, Joshua was towering over him.

"It's payback time!" Joshua screeched. Vector spun around with his mouth open in awe. Joshua grabbed Vector by the shoulders and hurled him to the ground. Tears stung Vector's eyes like lightning bolts. Joshua knelt down on his knees and punched Vector in the stomach vigorously making Vector cough. Vector's stomach was on fire. But the fire wasn't extinguished yet. It kept on going and Vector now felt dazed. Joshua looked at the entrance of the cafeteria. Everyone was silent. But Joshua could hear footsteps. Footsteps coming towards the cafeteria. Joshua quickly strutted towards the buffet line whistling like he did nothing. *That imbecile!* Vector thought. A group of kids entered the cafeteria and as soon as they entered they put their hands to their cheeks in astonishment at Vector's sight. *I recognize two of those kids!* Vector thought. The kids approached Vector and offered Vector a hand. Vector grasped it tightly and they pulled Vector up.

"You okay?" one said. Vector remained silent.

"Joshua is a curse to this school. You can stay with us for protection. He'll never have the guts to stand up to all of us!" another said. "Oh and I'm Joe Turner! That's Bobby Kere, George Hopkins, Bob Kerel and that's Jim Li!"

"Thanks for your support." Vector replied with a smile.

Vector and his friends walked towards the bully. Joshua, as usual, was terrorizing a little child. Joshua spots them by the corner of his eyes and he pushes the kid away. The kid landed in the mud face first. Joshua smiled gruffly.

"Hi Fishbreath!" Joshua chuckled. Little did Joshua know that his day would end horribly. Vector's eyes were filled with rage!

"Shut up!" Vector shouted. Joshua scowled angrily.

"Who do you think you are to stand up to me!" Joshua boomed. All of a sudden, Vector and his friends slowly started walking towards Joshua.

"He--y! G--et aa-wway from me!" Joshua stammered nervously. His teeth chattered like a chatterbox. But they kept advancing towards Joshua until his back was against the mossy wall. Vector was so close to Joshua that Joshua could feel Vector's breath against his neck. Joshua opened his mouth to scream but nothing came out. Suddenly Vector started screaming at Joshua!

"GET OUT OF MY LIFE!" Vector shouted into Joshua's face. Every hair on Joshua's body stood on end. Joshua scrambled away running past them with big fat tears streaming down his eyes.

Vector looked at Glendale Heights. The welcome banner had been taken off. Kids laughed and played. Joshua was in a corner with nobody. He had a huge frown on his face and he had no friends. Everybody ignored him as if he wasn't even there. All of a sudden, Vector had a tug in his heart. *Maybe he doesn't deserve to be alone!* Vector thought. Vector slowly started walking towards Joshua. Joshua scowled at Vector.

"Hey!" Vector said. Joshua scowled. "Tell me. "Will you terrorize anyone ever again?" Joshua's scowl disappeared. He shook his head with shame. Vector smiled. The clouds parted and the sun shined on Glendale Heights once again. The clouds of darkness had been removed. All that remained was hope and joy.

Heritage

By Shreya Ghosh

Mother lies in the shadows of night, looking up at Moon's pearly sheen, seeming ethereal in its beauty
an Indian classic trickles out the crackly cassette tape
Kishore Kumar's jolly voice jumps through jubilantly jewelled sonnets, melodies tugging at the heart
eyes gliding shut as the soulful tunes drift through
air, my mother dreams of days long gone, yearning to iron flat wrinkles etched deep into the skin
and return to the balcony of youthful innocence, the rice fields called home.

I try to speak
but no voice comes out
my tongue glued back to the roof of my mouth.
The lyrics that envelope me are so familiar, bringing back memories of a culture so colourful -
the high-pitched thrum of the ektara, the musky scent of curry leaves -
brought back to life, dancing the expressive art of *Bharatnatyam,* telling stories from centuries ago
at the edges of the subconscious mind.

This silent night speaks volumes,
echoing recollections of an untroubled time, the young age at which
my mother language resided in the crevices and corners of the soul,
slipping past the tongue as easy as breathing.
Forgive me for forgetting
forgetting this heritage. I can only repent by delving into
the earth, grasping at tree roots buried deep down, trying to remember
the angry symphony of horns, sounding one after another, in the crowded cities,
the exuberating freedom of riding on a rickshaw, the gentle whoosh of the wind at night
in the village as everyone sleeps.

I have a duty to my family, to this heritage,
to keep this fire from dying out as I walk the tiring journey ahead.
A different language dribbles from my mouth now, consonants and vowels
that feel traitorous and foreign.
I teeter dangerously on this balance beam, speaking English with one half, the corroded
remains of Bangla with the other
the music plays in the background, melding with the nighttime breeze
and the soft sounds of breath, until they are synchronous in beat, ticking away into obscurity.

The night fades, and past fades with it,
until the following night, music brings back sentiments anew, embedding itself deep into my bones.
For the time being, I look out towards the sky and embrace the day's light.

KRISHTI – Bengali Cultural Society of Edmonton

Krishti - Bengali Cultural Society of Edmonton

Members' List

LAST NAME	FIRST NAME	ADDRESS	CITY/PROVINCE	POSTAL CODE	PHONE NUMBER
Appukuttan	Santosh & Haripriya	3939 Kennedy Cresecent	Edmonton; AB	T6W 1A5	(780) 758-1789
Bagchi	Satarupa	#208, 290 Plamondon Drive	Fort McMurray; AB	T9K 0A5	(780) 880-4121
Bairagi	Proshad Krishna	109 Silstone Place	Fort McMurray; AB	T9K 0W4	(780) 881-8644
Bali	Vinod & Sonia	3251 - 17B Avenue NW	Edmonton; AB	T6T 0P4	(780) 990-2587
Banerjee	Amit & Sanghmitra	947 Burrows Crescent	Edmonton; AB	T6R 2L3	(780) 486-6465
Banerjee	Nabarun & Sabari	9175 Edgebrook Drive	Calgary; AB	T3A 5T5	(780) 249-2502
Banerjee	Poulomi	3527 Clayton Crescent SW	Edmonton; AB	T6W 0Z6	(403) 596-1056
Banerjee	Rudra	#208, 10045 - 83 Avenue	Edmonton; AB	T6E 2C3	(780) 200-0251
Banik	Ashok	442 - 200 Richard Street	Fort McMurray; AB	T9H 5H6	(780) 880-0558
Barot	Mehul & Dhruvi	5644 - 19 Avenue NW	Edmonton; AB	T6H 1T6	(780) 916-6561
Basu	Atanu & Urmila	1543 Cunningham Cape SW	Edmonton; AB	T6W 0Y3	(780) 448-1296
Basu	Kalyan & Basabi	3327 - 24 Avenue	Edmonton; AB	T6T 1Y6	(780) 463-8918
Basu	Somnath & Munmun	28 Auburn Bay Avenue SE	Calgary; AB	T3M 0K7	(403) 726-0977
Basuray	Hemanta & Sumita	#57, 603 Youville Drive East NW	Edmonton; AB	T6L 6V8	(780) 461-9612
Bhattacharjee	Sandhya	#210, 625 Leger Way NW	Edmonton; AB	T6R 0W4	(780) 988-8565
Bhattacharya	Amit	11323 University Avenue	Edmonton; AB	T6J 1Y8	(587) 501-8048
Bhattacharya	Siddharta and Priyam	#710, 9918 - 101 Street NW	Edmonton; AB	T5K 2L1	(403) 671-0160
Bhattacharya	Sandip & Moumita	9504 - 212 Street	Edmonton; AB	T5T 4R3	(587) 335-9661
Bhattacharyya	Dipanjan & Debjani Chowdhury	5038 Andison Close SW	Edmonton; AB	T6W 3T4	(587) 926-3495
Bhattacherjee	Abhishek & Tanushree Ghosh	#302, 9911 - 85 Avenue	Edmonton; AB	T6E 2J7	(780) 862-1033
Bhaumik	Gautam & Madhuri Patra	1532 - 33B Street	Edmonton; AB	T6T 0X6	(780) 394-4601
Bhaumik	Suvomoy & Gargi	175 Killdeer Way	Fort McMurray; AB	T9K 0R1	(780) 790-0245
Bhowmick	Arun & Tanwi	635 - 177 Street SW	Edmonton; AB	T6W 2L7	(780) 439-8592
Bhowmick	Bipul & Smriti	124 Heron Place	Fort McMurray; AB	T9K 0P7	(587) 646-0397
Bhowmick	Snehasish & Sapna	#13, 313 Millennium Drive	Fort McMurray; AB	T9K 0M2	(306) 515-3603
Biswas	Partha & Purobi	287 Allard Blvd	Edmonton; AB	T6W 3H5	(587) 520-5623
Biswas	Piyali & Prabhu	522 - 173A Street SW	Edmonton; AB	T6W 2A5	(587) 521-2866
Biswas	Siddharta and Benazir Alam	#804, 8715 - 104 Street	Edmonton; AB	T6E 4G7	(778) 931-0786
Bose	Mohona & Sauparna PalChowdhury	810 - 10001 Bellamy Hill NW	Edmonton; AB	T5J 3B6	(604) 809-7967
Bose	Rajdeep & Nibedita	#10, 7289 South Terwillegar Drive	Edmonton; AB	T6R 0N5	(780) 249-2030
Bose	Sourav & Reshma	119 Kincora Crescent	Calgary; AB	T3R 0N4	(587) 436-6909
Bose	Robin & Tulu	#10, 264 J W Mann Drive	Fort McMurray; AB	T9H 5J5	(587) 574-8713
Chakraborty	Anirban & Roshni	107 Street, 83 Avenue	Edmonton; AB	T6E 2E4	(780) 729 8442
Chakraborty	Rayan & Subarnarekha	11228 - 87 Street NW	Edmonton; AB	T5B 3L6	(780) 690-2087
Chakravarty	Subrata	7307 May Common NW	Edmonton; AB	T6R 0V7	(587) 520-8585
Chakravorty	Samar	607 Cheritan Crescent NW	Edmonton; AB	T6R 2N3	(780) 430-1456
Chanda	Subhadyuti	1121 - 59A Street SW	Edmonton; AB	T6X 0T2	(780) 729-6992
Chatterjee	Sudin & Munia	544 Heritage Drive	Fort McMurray; AB	T9K 2W8	(587) 644-2557
Choubay	Ashim & Bandana	204C Sandpiper Road	Fort McMurray; AB	T9X 0V4	(416) 729-6580
Choudhury	Birendra & Ellora	11535 - 14 Avenue	Edmonton; AB	T6J 7A8	(780) 433-2486
Chowdhury	Anupan & Soma	#13, 7604 - 29 Avenue NW	Edmonton; AB	T6K 3Z2	(780) 465-2164
Chowdhury	Ashimabha & Shipra	6830 Speaker Vista	Edmonton; AB	T6R 0N9	(780) 432-4829
Chowdhury	Bappi	#104, 10715 - 84 Avenue NW	Edmonton; AB	T6E 2H8	(587) 357-3006
Chowdhury	Kishore & Sabita	611 Howatt Drive SW	Edmonton; AB	T6W 2T6	(780) 293-1513
Chowdhury	Saleheen Nazrana	3304 - 26 Avenue	Edmonton; AB	T6T 1P9	(780) 288-0817

Krishti - Bengali Cultural Society of Edmonton

Members' List

LAST NAME	FIRST NAME	ADDRESS	CITY/PROVINCE	POSTAL CODE	PHONE NUMBER
LAST NAME	FIRST NAME	ADDRESS	CITY/PROVINCE	POSTAL CODE	PHONE NUMBER
Chowdhury	Ranjan & Runu	4356 McClung Crescent NW	Edmonton; AB	T6R 0M8	(780) 932-7265
Chowdhury	Ricky & Shana	4356 McClung Crescent NW	Edmonton; AB	T6R 0M8	(780) 760-5922
Chowdhury	Tapan & Nila	11116 - 11A Avenue NW	Edmonton; AB	T6J 6R9	(780) 433-6503
Das	Abhishek & Trina	#2416, 10020 - 103 Avenue NW	Edmonton; AB	T5J 0G8	(587) 334-4899
Das	Aninda	9746 - 86 Avenue	Edmonton; AB	T6E 2L4	(780) 297-1650
Das	Atanu & Papia	#1205, 2914 109 Street NW	Edmonton; AB	T6J 7E8	(780) 437-8052
Das	Dayal	11326 - 31A Avenue	Edmonton; AB	T6J 3T9	(780) 964-4665
Das	Indrajit & Pampa	169 Panatella Circle NW	Calgary; AB	T3K 5Y2	(587) 436-8857
Das	Jayeeta & Andy Martens	#410 - 1238 Windermere Way SW	Edmonton; AB	T6W 2J3	(780) 905-2172
Das	Mrinal & Saswati	871 Blacklock Way SW	Edmonton; AB	T6W 1C4	(780) 435-7638
Das	Partha & Santa	1613 Wates Close SW	Edmonton; AB	T6W 0X5	(780) 995-6002
Das	Rajiv & Moushumi Indu	2308 Martell Lane NW	Edmonton; AB	T6R 0C8	(780) 757-5220
Das	Rony & Snighda Madhru	#803, 10615 - 47 Ave NW	Edmonton; AB	T6H 0B2	(604) 838-2063
Das	Sohini & Shamik Bhattacharjee	2705 - 105A Street NW	Edmonton; AB	T6J 4A3	(780) 807 6622
Das	Shibashis	7910 - 110 Street NW	Edmonton; AB	T6G 1G4	(780) 709-4084
Das	Tonmoy & Sharmi Biswas	816 - 179 Street SW	Edmonton; AB	T6W 2S7	(780) 989-9191
Das	Subrata & Somdatta Biswas	8614 - 157 Street NW	Edmonton; AB	T5R 2A5	(780) 719-0312
Das	Urmila & Monica	1865 - 104A Street NW	Edmonton; AB	T6J 5C1	(780) 438-9153
DasChoudhury	Jonmejoy & Odittee	912 - 177 Street SW	Edmonton; AB	T6W 2X2	(780) 862-6014
Dasgupta	Prabhakar & Ruby	1022 McKinney Green NW	Edmonton; AB	T6R 3S4	(780) 436-7739
Dasgupta	Sabuj & Papri Sharma	#2005, 11020 - 53 Avenue NW	Edmonton; AB	T6H 0S4	(250) 896-4659
Dasgupta	Sikha	#112, 155 Royal Road	Edmonton; AB	T6J 2E9	(780) 434-3099
Dasmohapatra	Dilip & Sanjukta	3444 - 110 Street NW	Edmonton; AB	T6J 2V7	(780) 436-7242
Datta	Ayan & Kasturi	17344 - 6 Avenue SW	Edmonton; AB	T6W 2A7	(587) 523-1899
Datta	Sobhan & Shipra	6101 N Sheridan Road	Chicago; IL (USA)	60660	(773) 524-4952
De	Shubha & Alison Clifford	10514 - 139 Street NW	Edmonton; AB	T5N 2K7	(780)-991-2098
Deb	Pranab & Happy De	1049 Wellington Street	Port Elgin; ON	N0H 2C3	(780) 399-5684
Debnath	Subrata & Champakali	#65, 313 Millennium Drive	Fort McMurray; AB	T9K 0M2	(780) 531-0075
Debnath	Uttam	#1202, 10020 - 103 Avenue NW	Edmonton; AB	T5J 0G8	(587) 568-2312
Debnath	Bimol & Seema	5410 - 47A Avenue	Wetaskiwin; AB	T9A 0L9	(403) 872-8677
Debnath	Rupak & Chitrita Roy	#2, 5024 - 50 Avenue	Redwater; AB	T0A 2W0	(780) 807-3351
Dey	Dipanjan	8523 - 106A Street NW	Edmonton; AB	T6E 4J8	(780) 863-8411
Dey	Aloke & Sumatee	122 Twin Brooks Cove	Edmonton; AB	T6J 6T1	(780) 761-6151
Dey	Prabir & Heera	2453 Hagen Way NW	Edmonton; AB	T6R 3L5	(780) 405-3157
Dey	Sreepati & Dipti	#402, 1350 Windermere Way SW	Edmonton; AB	T6W 2J3	(780) 217-2500
Dhar	Bipro & Bipasha Choudhury	9656 - 81 Avenue NW	Edmonton; AB	T6C 0X7	(587) 936-4570
Dhar	Dibyendu & Upasana Singh	#39, 215 Saddleback Road NW	Edmonton; AB	T6J 5T6	(587) 708-3159
Dhar	Mousum	#201, 9710 - 82 Avenue NW	Edmonton; AB	T6E 1Y5	(306) 850-1120
Dutta	Samrat & Taniya	1419 - 104 Street NW	Edmonton; AB	T6J 5T2	(780) 669-8577
Dutta Choudhury	Abhijit & Priya	2135 Austin Link SW	Edmonton; AB	T6W 0L5	(780) 298-3868
Gazi	S. K. Timothy	9820 - 104 Street NW	Edmonton; AB	T5K 0Z1	(587) 785-2260
Ghosh	Mahua & Omar Rahman	11813 - 71A Avenue NW	Edmonton; AB	T6G 2W5	(780) 752-6190
Ghosh	Dipanjan & Proma	3574 Mclean Crescent SW	Edmonton; AB	T6W 1M4	(780) 342-6272
Ghosh	Shubhadip & Mohua Podder	#32, 11111 - 26 Avenue NW	Edmonton; AB	T6J 5M7	(780) 665-4170
Ghosh	Shubhashis & Lovely	8649 Sloane Court NW	Edmonton; AB	T6R 0K9	(780) 988-0378

Krishti - Bengali Cultural Society of Edmonton

Members' List

LAST NAME	FIRST NAME	ADDRESS	CITY/PROVINCE	POSTAL CODE	PHONE NUMBER
LAST NAME	FIRST NAME	ADDRESS	CITY/PROVINCE	POSTAL CODE	PHONE NUMBER
Ghosh	Shyam & Carol Ann	701 Revell Crescent NW	Edmonton; AB	T6R 2G1	(780) 430-1419
Ghosh	Soumya & Sukanya	217 Cybecker Blvd NW	Edmonton; AB	T5Y 3R8	(587) 336-3362
Giri	Abhishek & Tanima	#10A, 17720 - 81 Avenue NW	Edmonton; AB	T5T 1M1	(587) 921-8396
Haider	Gazi	6034 Stanton Drive SW	Edmonton; AB	T6X 0H1	(587) 785-3179
Halder	Pradip & Tumpa	167 Killdeer Way	Fort McMurray; AB	T9K 0R1	(780) 370-2878
Halder	Probuddho & Nibedita	#203, 4604 - 106A Street NW	Edmonton; AB	T6H 5J1	(780) 860-7834
Halder	Rajkumar & Shanta Chakravorty	271 Killdeer Way	Fort McMurray; AB	T9K 0R3	(780) 804-1294
Hazra	Mohadeb & Anamika	27 Summer Court Road	Sherwood Park; AB	T8H 2V8	(587) 745-0803
Hossain	Md. Adil	#304, 2203 - 44 Avenue NW	Edmonton; AB	T6T 0T1	(780) 263-8887
Howlader	Sanjib & Soumi Sikder	3967 Ginsburg Crescent NW	Edmonton; AB	T5T 4V1	(780) 669-9346
Jena	Moni & Sunita Ghosh	852 - 112A Street	Edmonton; AB	T6J 6W2	(780) 634-8500
Jha	Apurva & Richa	7815 - 21 Avenue	Edmonton; AB	T6K 2K8	(780) 466-2475
Karmakar	Jaideep & Tania	#18, 193 O'Coffey Crescent	Fort McMurray; AB	T9K 0B7	(780) 790-0993
Khan	Jehangir & Shakila	504 Hunters Way NW	Edmonton; AB	T6R 2W1	(780) 970-8616
Kundu	Joy & Sutirna Pal	#313, 103 Ambleside Drive SE	Edmonton; AB	T6W 0J4	(587) 710-0954
Kundu	Joydeb & Juthika	1273 Daniels Crescent SW	Edmonton; AB	T6W 3J1	(780) 200-2226
Kunjar	Promode & Mala	225, 1008 Rosenthal Blvd NW	Edmonton; AB	T5T 7J4	(587) 597 1281
Laha	Dulal & Sneegdha	540 Leger Way	Edmonton; AB	T6R 3T5	(780) 432-0801
Maiti	Samarendra & Srabani	1828 - 104 Street NW	Edmonton; AB	T6J 5G7	(780) 463-5927
Maiti	Rajarshi & Somdatta	3416 - 110 Street NW	Edmonton; AB	T6J 2V7	(780) 752-9639
Maitra	Rajat	131 Osland Drive	Edmonton; AB	T6R 2A2	(780) 988-5825
Maitra	Samar & Purnima	1208 Haliburton Close	Edmonton; AB	T6R 2Z8	(780) 430-9111
Maity	Gour & Kalpana	#429, 5151 Windermere Blvd SW	Edmonton; AB	T6W 2K4	(780) 469-5450
Maity	Supriya & Matthew Rees	38, 51222 RR 260 Parkland County	Spruce Grove; AB	T7Y 1B1	(780) 937-3266
Maity	Susanta & Sarmistha	#35, 1033 Youville Drive West NW	Edmonton; AB	T6L 6V9	(780) 707-5023
Mahajan	Sorabh & Baidehi Pradhan	3850 Powell Wynd SW	Edmonton; AB	T6W 2V4	(403) 400-3005
Mahapatra	Shuvankar & Rituparna De	#2401, 240 Skyview Ranch Road NE	Calgary; AB	T3N 0P4	(403) 619-7715
Mani	Girindra & Shampa Paul	1428 Hodgson Way	Edmonton; AB	T6R 3P8	(780) 604-0277
Majumdar	Ajoy & Sarbani	8074 Shaske Drive	Edmonton; AB	T6R 3W1	(780) 432-0787
Majumdar	Jaydip & Ananya	#114, 2504 - 109 Street NW	Edmonton; AB	T6J 2H3	(403) 708-5687
Majumder	Mukul	#504, 600 Rexdale Blvd	Toronto; ON	M9W 6T4	(647) 298-7258
Majumder	Nihar Ranjan & Kalyani Sutradhar	#215, 5610 - 11 Avenue	Edson; AB	T7E 1R1	(604) 209-7312
Mandal	Mrinal & Rupasri	1316 Adamson Drive SW	Edmonton; AB	T6W 2N8	(780) 437-3554
Mandal	Pradip & Ila	119 Pew Lane	Fort McMurray; AB	T9K 0A8	(780) 880-9419
Mondal	Prosanto & Krishna	#412, 16527 Stony Plain Road	Edmonton; AB	T5P 4E7	(780) 934-9195
Mishra	Abinash & Meena	1211 - 110A Street	Edmonton; AB	T6J 6N6	(780) 435-7103
Mistry	Dipesh	3103 - 89 Street NW	Edmonton; AB	T6K 2Z1	(780) 721-9833
Mitra	Arunava & Anwesha Majumder	10412 - 20 Avenue NW	Edmonton; AB	T6J 5A2	(780) 655-6376
Mukherjee	Deborsree	6830 Speaker Vista	Edmonton; AB	T6R 0N9	(780) 806-1851
Mukherjee	Subhro & Sikha	11445 - 14A Avenue SW	Edmonton; AB	T6W 0N3	(780) 435-7083
Mukherjee	Sudip & Kakoli	#3, 193 O'Coffey Crescent	Fort McMurray; AB	T9K 0B7	(780) 881-4046
Naz	Samina	1928 Tomlinson Crescent NW	Edmonton; AB	T6R 2T5	(780) 964-5701
Pandey	Sushanta & Sikha	11404 - 15 Avenue SW	Edmonton; AB	T6W 0Z8	(587) 634-3688
Pal	Shanti	#29, 1033 Youville Drive NW	Edmonton; AB	T6L 6V9	(587) 712-0334
Paul	Ganesh & Rikta	3612 - 119 Street NW	Edmonton; AB	T6S 2X6	(780) 752-4441

Krishti - Bengali Cultural Society of Edmonton

Members' List

LAST NAME	FIRST NAME	ADDRESS	CITY/PROVINCE	POSTAL CODE	PHONE NUMBER
LAST NAME	FIRST NAME	ADDRESS	CITY/PROVINCE	POSTAL CODE	PHONE NUMBER
Paul	Rahul & Arpita	#206, 243 Gregoire Drive	Fort McMurray; AB	T9H 4G7	(819) 329-5696
Paul	Simanta & Pallabi Sil	#3, 10548 83 Avenue NW	Edmonton; AB	T6E 2C9	(852) 993-9229
Quadery	Imran & Nazia Ahsan	7 High Ridge Crescent	Sherwood Park; AB	T8A 5E6	(403) 708-2621
Rahman	Ataur & Yasmin	1113 Carter Crest Road	Edmonton; AB	T6R 2N2	(780) 729-7325
Rahman	Kazi Sadiquar	14124 - 72 Street	Edmonton; AB	T5C 0R6	(780) 200-5563
Ray	Ashis & Sima	#71, 10550 Ellerslie Road SW	Edmonton; AB	T6W 0T2	(780) 232-5113
Roy	Abhijit & Malobika Das	7720 Ellesmere Lane	Sherwood Park; AB	T8H 0P7	(780) 938-0570
Roy	Bimal & Chamali Das	1821 Rutherford Road SW	Edmonton; AB	T6W 0Z8	(825) 510-5114
Roy	Narendra & Shikha	2806 Terwillegar Wynd NW	Edmonton; AB	T6R 3R8	(780) 466-2113
Roy	Prabal & Sheuly	127 Killdeer Way	Fort McMurray; AB	T9K 0P8	(780) 215-6393
Roy	Saktinil & Tania	52 Desmarais Crescent	St. Albert; AB	T8N 5Y7	(780) 669-9579
Roy	Sankha & Tapasi	15804 - 13 Avenue SW	Edmonton; AB	T6W 2N5	(780) 431-9213
Roy	Sourav	1022 - 70 Avenue NW	Edmonton; AB	T6H 2G5	(587) 224-9899
RoyChowdhury	Komolendhu & Toposree	1415 - 158 Street SW	Edmonton; AB	T6W 3E6	(587) 521-7855
RoyChowdhury	Rajib & Ruchisree Das	128 Sandpiper Road	Fort McMurray; AB	T9K 0L9	(587) 645-3975
RoyChowdhury	Kaustuv	457 Hunters Green NW	Edmonton; AB	T6R 3C3	(780) 271-1067
Rozario	Sanjoy & Rupa	#29, 1033 Youville Drive NW	Edmonton; AB	T6L 6V9	(780) 297-4022
Saha	Amit & Madhurima Majumder	3340 - 17B Avenue NW	Edmonton; AB	T6T 0P3	(587) 645-9977
Saha	Ananda & Milasree	1804 Adamson Point SW	Edmonton; AB	T6W 2N7	(780) 433-9584
Saha	Anirban & Malabika Das	#803, 10615 - 47 Avenue	Edmonton; AB	T6H 0B2	(587) 921-8069
Saha	Aniruddha & Suma	#109, 12025 - 25 Avenue	Edmonton; AB	T6J 4G6	(587) 707-7394
Saha	Arunangsu & Hemlata Pandey	1617 Davidson Green SW	Edmonton; AB	T6W 3H9	(780) 756-7836
Saha	Bishwanath & Mithila	11606 - 18A Avenue SW	Edmonton; AB	T6W 2E5	(780) 705-2795
Saha	Samiran & Soumi	#608, 8535 Clearwater Drive	Fort McMurray; AB	T9H 0B7	(780) 804-3550
Samanta	Malay & Bishnupriya	15848 - 13 Avenue SW	Edmonton; AB	T6W 2N5	(780) 439-1505
Sarkar	Partha & Ratna	1019 Blackburn Close	Edmonton; AB	T6W 1C3	(780) 435-6883
Sarkar	Shubhra	755 Burton Crescent NW	Edmonton; AB	T6R 2J3	(780) 437-9822
Sarkar	Sudipta & Sathi Saha	744 Lauber Crescent	Edmonton; AB	T6R 3J8	(780) 619-3088
Sarkar	Subol & Sharmistha	120 Heron Place	Fort McMurray; AB	T9K 0P7	(780) 748-4723
Sarker	Ashish & Tripti	1830 Town Center Blvd	Edmonton; AB	T6R 3B7	(780) 243-3103
Sarker	Pijush & Rachana	908 Lamb Crescent NW	Edmonton; AB	T6R 2X8	(780) 988-8766
Sasmal	Uttara	438 Twin Brooks Crescent	Edmonton; AB	T6J 6W7	(780) 434-5882
Sen	Anjan & Smriti Bose	4223 Terwillegar Vista NW	Edmonton; AB	T6R 2Y7	(780) 435-9435
Sen	Joy	1428 Hodgson Way	Edmonton; AB	T6R 3P8	(780) 708-7244
Sen	Pintu & Trina Roy	#10, 220 Swanson Crescent	Fort McMurray; AB	T9K 2W5	(780) 748-1160
Sewalt	Labonneau & Chris	#411, 2903 Rabbit Hill Road	Edmonton; AB	T6R 3A3	(780) 409-8453
Shahoo	Nirmal & Mita	45 Allsop Drive	Red Deer; AB	T4R 2V2	(403) 340-0244
Sharma	Suvra	9424 - 174 Street NW	Edmonton; AB	T5T 3C7	(780) 489-0553
Sikder	Rajib & Santa Saha	8657 Sloane Court NW	Edmonton; AB	T6R 0K9	(780) 394-6038
Singha	Sudip & Hena	10219 - 162 Street NW	Edmonton; AB	T5P 3L8	(780) 729-1315
Swatiprabha	Aneeka	7305 - 112 Avenue NW	Edmonton; AB	T5B 0E2	(780) 722-5012
Talukdar	Chandan	171 Mayfair Mews	Edmonton; AB	T5E 5R7	(780) 289-3870
Upadhyay	Sanjay & Moumita	1353 Cunningham Drive SW	Edmonton; AB	T6W 2R6	(780) 884-2381
Velayutham	Manohar & Munmun	435 Windermere Road NW	Edmonton; AB	T6W 0T3	(780) 431-0262

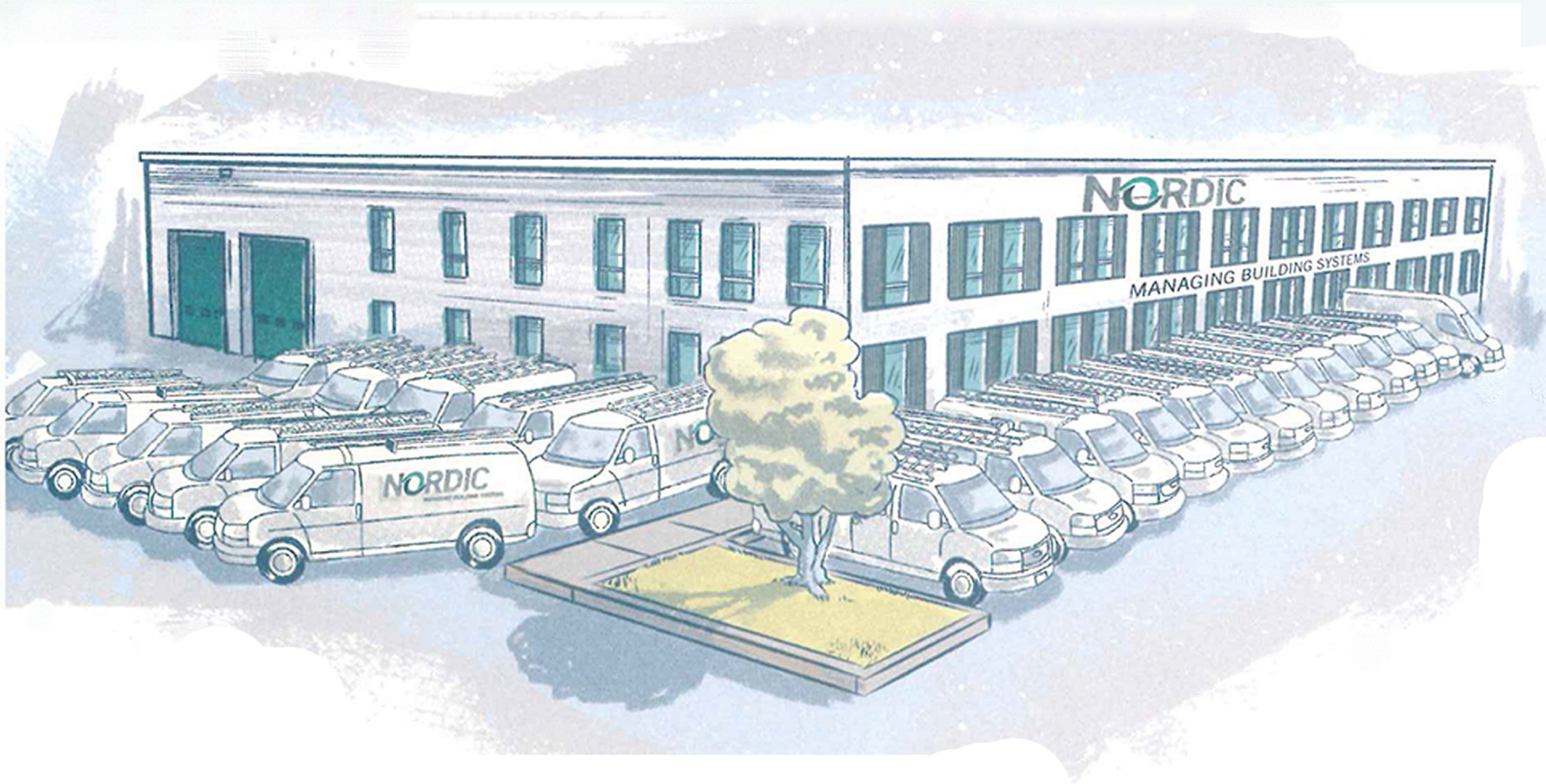

Celebrating 26 Years Servicing our Community!

NORDIC

MANAGING BUILDING SYSTEMS

- Commercial HVAC Maintenance
- Building Upgrades
- Building Automation
- Security Systems
- Pipe Repair & Restoration
- Lighting

Nordic is an established expert in the mechanical industry making buildings work. We are proud of our team and our level of expertise as we continue to grow and evolve with our clients, partners and community, providing single source solution capabilities with complete building system solutions.

Nordic Mechanical Services Ltd.
NordicSystems.ca

780.469.7799

শুভ·শারদীয়া

May Goddess Durga
fill your life with joy
and happiness forever

May Ma Durga give us the courage to fight all evils including COVID-19. Stay safe and healthy. Together, we shall overcome and we will win.

KRISHTI – Bengali Cultural Society of Edmonton
www.krishti.ca